

সূরা ১২ : ইউসুফ, মাক্কী (আয়াত ১১১, রুকু ১২)	১২ - سورة يوسف، مَكِّيَّة (آيَاتُهَا : ১১১, رُكُوعَاتُهَا : ১২)
---	--

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। আলিফ-লাম-রা এগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।	۱. اَلرَّ تِلْكَ ءَايٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِينِ
২। আমি অবতীর্ণ করেছি আরাবী ভাষায় কুরআন যাতে তোমরা বুঝতে পার।	۲. اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ
৩। আমি তোমার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, অহীর মাধ্যমে তোমার কাছে এই কুরআন প্রেরণ করে, যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।	۳. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْءَانَ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ

### কুরআনের গুণাবলী

حُرُوفٌ مُّقْطَعَةٌ এর আলোচনা সূরা বাকারায় হয়ে গেছে। এই কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল হাকীমের আয়াতগুলি সুস্পষ্ট। এগুলি অস্পষ্ট জিনিসের হাকীকাত বা মূল তত্ত্ব খুলে দিয়েছে। এখানে تِلْكَ (ওটা) শব্দটি هٰذَا (এটা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু আরাবী ভাষা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক ও পরিপূর্ণ ভাষা, সেই

হেতু এই শ্রেষ্ঠ ভাষায় শ্রেষ্ঠতম রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মালাইকাতুল শিরমণির আল্লাহর বাণী বহন করে নিয়ে আসার মাধ্যমে সারা বিশ্বের সর্বোত্তম স্থানে এবং বছরের সর্বোত্তম মাসে অর্থাৎ রামাযান মাসে অবতীর্ণ হয়ে সর্বদিক দিয়ে পূর্ণতায় পৌঁছে যায়, যাতে আরাববাসী একে ভালভাবে জানতে ও বুঝতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

نَحْنُ نَقْصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ

অহীর মাধ্যমে আমি তোমার কাছে এই কুরআনুল কারীম প্রেরণ করে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করি।

## ১২ : ১-৩ আয়াত নাখিল হওয়ার উদ্দেশ্য

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ আরয করলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি আমাদের কাছে কোন ঘটনা বা কাহিনী বর্ণনা করতেন (তাহলে খুবই ভাল হত)!’ তখন أَحْسَنَ الْقَصَصِ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৫/৫৫২)

এখানে নিম্নের হাদীসটিও আমরা বর্ণনা করা সমীচীন মনে করছি। যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এমন একটি কিতাব নিয়ে আগমন করেন যা তিনি কোন এক আহলে কিতাবের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে তা পাঠ করে শোনাতে শুরু করেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, এতে তিনি রাগান্বিত হন এবং বলেন : ‘হে খাত্তাবের ছেলে! আপনি কি এ ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত নন? এতে মগ্ন হয়ে পথভ্রষ্ট হতে চান? যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমি একে (কুরআনকে) অত্যন্ত উজ্জ্বল ও সত্যরূপে আপনাদের নিকট এনেছি। আপনারা এই আহলে কিতাবদেরকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবেননা। হতে পারে যে, তারা আপনাদেরকে কোন সঠিক ও সত্য খবর দিবে, আর আপনারা ওটাকে মিথ্যা মনে করবেন এবং যখন কোন মিথ্যা সংবাদ দিবে তখন আপনারা ওটাকে সত্য মনে করবেন। জেনে রাখুন! আজ যদি স্বয়ং মুসা (আঃ) জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁরও আমার অনুসরণ করা ছাড়া কোন উপায় থাকতনা।’ (আহমাদ ৩/৩৮৭)

আবদুল্লাহ ইব্ন সা'বিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে বলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি বানু কুরাইযা গোত্রের আমার এক বন্ধুর পাশ দিয়ে গমন করছিলাম। সে আমাকে তাওরাত হতে কতকগুলি ব্যাপক অর্থবোধক কথা লিখে দিয়েছে। আমি তা আপনাকে পাঠ করে শোনাব কি? বর্ণনাকারী বলেন যে, (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইব্ন সা'বিত (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে বললাম : আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা দেখতে পাচ্ছেননা? তখন উমার (রাঃ) বলেন : رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا

وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا আমি আল্লাহকে রাব্ব রূপে পেয়ে, ইসলামকে দীন হিসাবে লাভ করে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট রয়েছি। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্রোধ দূর হল এবং তিনি বললেন : 'যে পবিত্র সত্তার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! যদি আপনাদের মধ্যে স্মরণ মূসা (আঃ) থাকতেন এবং আপনারা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ করতেন তাহলে আপনারা পথভ্রষ্ট হয়ে যেতেন। উম্মাতের মধ্যে আমার অংশ হচ্ছেন আপনারা এবং নাবীগণের মধ্যে আপনাদের অংশ হচ্ছি আমি। (আহমাদ ৪/২৬৬)

৪। যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলল : হে পিতা! আমি এগারটি নক্ষত্র, সূর্য এবং চাঁদকে দেখেছি - দেখেছি ওদেরকে আমার প্রতি সাজদাহ্বনত অবস্থায়।

٤. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَابُتَ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

### ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'হে মুহাম্মাদ! তোমার কাওমের কাছে ইউসুফের (আঃ) কাহিনীটি বর্ণনা কর।' ইউসুফের (আঃ) পিতা হচ্ছেন ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (আঃ)।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবীগণের স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার অহী হয়ে থাকে। (তাবারী ১৫/৫৫৪) তাফসীরকারকগণ বলেছেন যে, এখানে এগারটি নক্ষত্র দ্বারা ইউসুফের (আঃ) এগারটি ভাইকে বুঝানো হয়েছে। আর সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর পিতা ও মাতা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) হতে এ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা স্বপ্ন দেখার চল্লিশ বছর পর প্রকাশ পায়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ব্যাখ্যা প্রকাশ পায় আশি বছর পর, যখন তিনি তাঁর মাতা-পিতাকে তাঁর আসনে বসান এবং তাঁর এগার ভাই তার সামনে ছিল। ঐ সময় তিনি বলেন :

يَتَأْتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا

হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার স্বপ্ন ওটা সত্যে পরিণত করেছেন। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০০) (তাবারী ১৫/৫৫৭)

৫। সে বলল : হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্ত তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করনা; করলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে; শাইতানতো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

۵. قَالَ يَبْنِي لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

**ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফকে (আঃ)**

**তাঁর স্বপ্নের কথা কেহকে বলতে নিষেধ করেন**

ইয়াকুব (আঃ) স্বীয় পুত্র ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে তাঁকে যে কথা বলেছিলেন আল্লাহ তা'আলা এখানে ঐ খবরই দিচ্ছেন। তিনি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে পুত্র ইউসুফকে (আঃ) সতর্ক করতে গিয়ে বলেন :

হে আমার প্রিয় পুত্র! لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا তোমার এই স্বপ্নের কথা তুমি তোমার ভাইদের সামনে বর্ণনা করনা। কেননা এই

স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে পারলে তোমার ভাইয়েরা তোমার সামনে খাটো হয়ে যাবে। এমনকি তারা তোমার সম্মানার্থে তোমার সামনে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মাথা নত করবে। সুতরাং খুব সম্ভব, তোমার এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে এর ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে তারা শাইতানের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে যাবে এবং এখন থেকেই তোমার সাথে শত্রুতা শুরু করে দিবে। আর হিংসার বশবর্তী হয়ে ছলনা ও কৌশল করে তোমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘তোমাদের কেহ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে তাহলে সে যেন তা বর্ণনা করে। আর কেহ যদি কোন খারাপ স্বপ্ন দেখে তাহলে সে যেন (শয়ন অবস্থায়) পার্শ্ব পরিবর্তন করে এবং বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে; আর এর অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কারও কাছে যেন তা বর্ণনা না করে, তাহলে ঐ স্বপ্ন তার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা।’ (মুসলিম ৪/১৭৭২)

মুআ’বিয়া ইব্ন হাইদাহ্ আল কুশাইবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে পর্যন্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা না হয় সেই পর্যন্ত তা পাখীর পায়ের সাথে বাধা থাকে (অর্থাৎ উদ্ভূত অবস্থায় থাকে), আর যখন ওর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয় তখন তা সত্যে পরিণত হয়। (আহমাদ ৪/১০, আবু দাউদ ৫/২৮৩, ইব্ন মাজাহ ২/১২৮৮)

এ কারণেই এ হুকুমও নেয়া যেতে পারে যে, নি‘আমাতকে গোপন রাখা উচিত, যে পর্যন্ত না ওটা উত্তমরূপে লাভ করা যায় এবং প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেমন হাদীসে এসেছে : ‘প্রয়োজনসমূহ পূরা করার ব্যাপারে ওগুলি গোপন করার মাধ্যমে সাহায্য নাও, কেননা যে ব্যক্তি কোন নি‘আমাত লাভ করে তার প্রতি হিংসা করা হয়ে থাকে।’ (তাবারী ২০/৯৪)

৬। এভাবে তোমার রাব্ব তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন, আর তোমার প্রতি ও ইয়াকূবের পরিবার পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন যেভাবে তিনি এটা

ۖ. وَكَذَٰلِكَ نَجْطِيبُكَ رَبُّكَ  
وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ  
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ

পূর্বে পূর্ণ করেছিলেন তোমার  
পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও  
ইসহাকের প্রতি। তোমার  
রাব্ব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ  
أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّا بَرَّاهِمَ وَإِسْحَاقَ  
إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

### ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের অর্থ

আল্লাহ তা'আলা ইয়াকুবের (আঃ) উক্তির সংবাদ দিচ্ছেন, যে উক্তি তিনি তাঁর  
পুত্র ইউসুফের (আঃ) ব্যাপারে করেছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন :  
বৎস! যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মনোনীত করেছেন যে, স্বপ্নে তোমাকে  
এই তারকাগুলি, সূর্য এবং চন্দ্রকে তোমার প্রতি সাজদাহবনত অবস্থায়  
দেখিয়েছেন, তেমনিভাবে তিনি তোমাকে নাবুওয়াতের উচ্চ মর্যাদাও দান করবেন  
এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন। আর তিনি তোমার প্রতি তাঁর  
নি'আমাত পূর্ণ করবেন অর্থাৎ তোমাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করবেন এবং তোমার  
প্রতি অহী পাঠাবেন। যেমন তিনি ইতোপূর্বে তাঁর খলীল বা বন্ধু ইবরাহীমের  
(আঃ) প্রতি এবং ইবরাহীমের (আঃ) পুত্র ইসহাকের (আঃ) প্রতি অহী  
পাঠিয়েছিলেন ও নাবুওয়াত দান করেছিলেন। নাবুওয়াতের যোগ্য কে বা কারা তা  
আল্লাহ তা'আলা ভালরূপেই অবগত রয়েছেন।

৭। ইউসুফ ও তার ভাইদের  
ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য  
নিদর্শন রয়েছে।

۷. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ  
وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٍ لِّلْءَسَآءِلِينَ

৮। যখন তারা (ভাইয়েরা)  
বলেছিল : আমাদের পিতার  
নিকট ইউসুফ এবং তার ভাইই  
(বিন ইয়ামীন) অধিক প্রিয়,  
অথচ আমরা একটি সংহত  
দল, আমাদের পিতাতো স্পষ্ট

۸. إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ  
أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ  
إِنَّ ءَبْنَآءَنَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

<p>বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন -</p> <p>৯। ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোন স্থানে ফেলে এসো। ফলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতি নিবিষ্ট হবে এবং তারপর তোমরা ভাল লোক হয়ে যাবে।</p>	<p>۹. أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ طَرْحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُهُ أَبْيَكُمُ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ</p>
<p>১০। তাদের মধ্যে একজন বলল : ইউসুফকে হত্যা করনা, বরং যদি তোমরা কিছু করতেই চাও তাহলে তাকে কোন গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, যাত্রী দলের কেহ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।</p>	<p>۱۰. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهُ فِي غَيَّبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ</p>

### ইউসুফের (আঃ) ঘটনায় অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, ইউসুফ (আঃ) ও তাঁর ভাইদের ঘটনায় জ্ঞান পিপাসুদের জন্য বহু শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। ইউসুফের (আঃ) একটি মাত্র সহোদর ভাই ছিলেন, যার নাম ছিল বিনইয়ামীন। অন্যান্য ভাইয়েরা ছিল তাঁর বৈমায়েয় ভাই। তাঁর বৈমায়েয় ভাইয়েরা পরস্পর বলাবলি করে :

لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا  
অপেক্ষা বেশি ভালবাসেন। বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আমরা একটা দল রয়েছি,  
অথচ তিনি আমাদের উপর তাদের দু’জনকে প্রাধান্য দিচ্ছেন! إِنَّ أَبَانَا لَفِي  
নিঃসন্দেহে এটা তাঁর স্পষ্ট ভুলই বটে।

اَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ তারা একে অপরকে বলে : ‘এক কাজ করা যাক! তা হল এই যে, ইউসুফের সাথে পিতার সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। সে’ই হচ্ছে আমাদের পথের কাঁটা। সে যদি না থাকে তাহলে পিতার মুহাব্বত শুধু আমাদের উপরই থাকবে। এখন তাকে পিতার নিকট হতে সরানোর দু’টি পন্থা আছে। হয় তাকে মেরে ফেলতে হবে, না হয় কোন দূর দূরান্তে তাকে ফেলে আসতে হবে। এরূপ করলেই আমরা পিতার প্রিয় ভাজন হতে পারব। এরপর আমরা তাওবাহ করব, আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার উক্তি :

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ (তাদের একজন বলল) কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, সে ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়, তার নাম ছিল রুবীল। (তাবারী ১৫/৫৬৪, ৫৬৫) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তার নাম ছিল ইয়াহুয়া। আর মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সে ছিল শামউন সাফা। সে বলল : ۞ تَقْتُلُوا يُوسُفَ তোমরা ইউসুফকে হত্যা করনা, এটা অন্যায় হবে। শুধু শত্রুতার বশবর্তী হয়ে এক নিরাপরাধ ছেলেকে হত্যা করা উচিত হবেনা। এর মধ্যেও মহান আল্লাহর নিপুণতা নিহিত ছিল। তাঁর এটা ইচ্ছাই ছিলনা। তাদের মধ্যে ইউসুফকে (আঃ) হত্যা করার ক্ষমতাই ছিলনা। আল্লাহ তা’আলার ইচ্ছা এটাই ছিল যে, তিনি তাঁকে মিসরের শাসন ক্ষমতার অধিকারী করবেন, নাবী করবেন এবং তাঁর ভাইদেরকে তাঁর সামনে বিনীত অবস্থায় দাঁড় করাবেন। সুতরাং রুবীলের পরামর্শে তাদের মন নরম হয়ে গেল এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, ইউসুফকে (আঃ) কোন কূপে ফেলে দিতে হবে।

তাদের এ ধারণা হল যে, সম্ভবতঃ কোন পথযাত্রী সেখান দিয়ে গমনের সময় তাঁকে কূপ থেকে উঠিয়ে নিবে এবং নিজের কাফেলার সাথে নিয়ে যাবে। তখন কোথায় তিনি এবং কোথায় তারা। সুতরাং তাঁকে হত্যা না করেই যদি কাজ সফল হয় তাহলে হত্যা করার কি প্রয়োজন? মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) বলেন যে, ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা বড় অপরাধমূলক কাজে একমত হয়েছিল। তা হচ্ছে : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, পিতার সাথে অবাধ্যাচরণ করা, ছোট ভাইয়ের প্রতি অত্যাচার করা, নিরপরাধ ও নিস্পাপ বালকের ক্ষতি সাধন করা, বৃদ্ধ পিতাকে কষ্ট দেয়া, হকদারের হক নষ্ট করা, মর্যাদাবানের মর্যাদাহানী করা, পিতাকে দুঃখ দেয়া, তাঁর নিকট থেকে তাঁর চোখের মণিকে চিরতরে সরিয়ে দেয়া,



বৃদ্ধ পিতা ও আল্লাহ তা'আলার প্রিয় নাবীকে বৃদ্ধ বয়সে অসহনীয় বিপদ পৌছানো, ঐ অবুঝ ছেলেকে দয়ালু পিতার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টির অন্তরালে নিয়ে যাওয়া, আল্লাহর দু'জন নাবীকে দুঃখ দেয়া, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, সুখময় জীবনকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তোলা ইত্যাদি। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি বড়ই করুণাময় ও দয়ালু। বাস্তবেই তারা (শাইতানের চক্রান্তে পড়ে) কতই না বড় অপরাধমূলক কাজের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল! এ ঘটনাটি ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) হতে, তিনি সালামাহ ইব্নুল ফাযল (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

<p>১১। তারা বলল : হে আমাদের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে অবিশ্বাস করছেন কেন, যদিও আমরা তার হিতাকাংখী?</p>	<p>۱۱. قَالُوا يَتَّبَعْنَا مَا لَكَ لَّا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ</p>
<p>১২। আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, সে ফলমূল খাবে ও খেলাধুলা করবে, আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব।</p>	<p>۱۲. أَرْسَلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ</p>

## ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাঁকে (আঃ) তাদের সাথে যাওয়ার জন্য পিতার কাছে অনুমতি চাইল

বড় ভাই রুবীলের পরামর্শক্রমে ইউসুফকে (আঃ) নিয়ে গিয়ে কূপে ফেলে দেয়ার উপর স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তারা তাদের পিতার কাছে এলো এবং বলল : ‘হে পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বিশ্বস্ত মনে করছেননা, এর কারণ কি? অথচ আমরাতো তার ভাই! আমরা ছাড়া তার অধিক শুভাকাংখী আর কে হতে পারে?’ এ কথা বলে তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পিতার কাছে আবেদন করল। যে স্নেহভাজন ব্যবহারের দাবী তারা করেছিল, আসলে তাদের মনে ছিল তার বিপরীত পরিকল্পনা।

أَرْسَلَهُ مَعَنَا এর অর্থ হচ্ছে ছুটাছুটি করা ও আনন্দ উপভোগ করা। কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনও এরূপই বলেছেন। (তাবারী ১৫/৫৭১)

وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ তারা তাদের পিতাকে বলল : ‘আমরা পুরা মাত্রায় তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। সুতরাং আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই।’

১৩। সে বলল : এটা আমাকে কষ্ট দিবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি ভয় করি, তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী হলে তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে।

۱۳. قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ

১৪। তারা বলল : আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে তাহলেতো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হব।

۱۴. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ

### ছেলেদের অনুরোধের জবাবে ইয়াকূবের (আঃ) উত্তর

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নাবী ইয়াকূবের (আঃ) ব্যাপারে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের আবেদনের জবাবে বললেন : إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ তোমরাতো জান যে, আমি আমার পুত্র ইউসুফের (আঃ) বিচ্ছেদ মোটেই সহ্য করতে পারিনি। সুতরাং তোমরা যে তাকে তোমাদের সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছ, এই সময়টুকুর বিচ্ছেদ আমার কাছে খুবই কঠিন ঠেকছে! ইউসুফের (আঃ) প্রতি তাঁর পিতা ইয়াকূবের (আঃ) এত বেশি আকর্ষণের কারণ ছিল এই যে, তিনি তাঁর চেহারা ও ব্যবহারে বড়ই উত্তম গুণের লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অতি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর দৈহিক রূপ ছিল যেমন অতীব সুন্দর,

তেমনই চরিত্রের দিক দিয়েও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মহান। তাঁর উপর আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হোক! তাঁকে ভাইদের সাথে পাঠাতে আপত্তি করার দ্বিতীয় কারণ বলতে গিয়ে তিনি বলেন :

وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّبُّ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ তোমরা বকরী চরানো ও অন্যান্য কাজে মগ্ন থাকবে, আর এই সুযোগে হয়তো নেকড়ে বাঘ এসে ইউসুফকে (আঃ) খেয়ে ফেলবে। তোমরা হয়তো টেরই পাবেনা। হায়! ইয়াকূবের (আঃ) এই কথাটিকে তারা লুফে নিল এবং এটাকেই উপযুক্ত ও সঠিক ওয়রের পন্থা মনে করল। তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল যে, ইউসুফকে (আঃ) ফেলে দিয়ে এসে পিতার সামনে মনগড়া এই ওয়রই পেশ করবে। তৎক্ষণাৎ তারা পিতাকে তাঁর কথার উত্তরে বলল :

لَنْ أَكُلَهُ الذِّبُّ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَّاسِرُونَ হে আমাদের পিতা! আমাদের মত একটা শক্তিশালী দল বিদ্যমান থাকতেও ইউসুফকে (আঃ) নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলবে? এটা অসম্ভব ব্যাপারই বটে। যদি এটাই হয় তাহলেতো আমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

১৫। অতঃপর যখন তারা তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল, এমতাবস্থায় আমি তাকে জানিয়ে দিলাম : তুমি তাদেরকে তাদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলে দিবে যখন তারা তোমাকে চিনবেনা।

۱۵. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجَبِّ<sup>ع</sup> وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

### ইউসুফকে (আঃ) একটি কূপে নিক্ষেপ করা হল

পিতাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তারা তাঁকে সম্মত করেই নিল এবং ইউসুফকে (আঃ) নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলল। তারা সবাই একমত হল যে, ইউসুফকে (আঃ) কোন অব্যবহৃত কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করবে। অথচ তারা পিতাকে বলেছিল যে, ইউসুফকে (আঃ) তারা আনন্দিত করবে এবং

তারা সম্মানের সাথে নিয়ে যাবে। কিন্তু জঙ্গলে গিয়েই তারা বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করল এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, একই সাথে সবাই তারা হৃদয়কে কঠোর করল। ইউসুফকে (আঃ) বিদায় দেয়ার সময় তাঁর পিতা ইয়াকুব (আঃ) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং চুমু খান। তারপর তাঁর জন্য দু'আ করেন। সুদী (রহঃ) বলেন, পিতার চোখের আড়াল হওয়া মাত্রই ভাইয়েরা ইউসুফকে (আঃ) কষ্ট দিতে শুরু করে। তাঁকে গাল মন্দ করে এবং মারপিট করে। এরপর ঐ কূপের কাছে এসে তারা রশি দ্বারা তাঁর হাত পা বেঁধে কূপের মধ্যে ফেলে দিতে উদ্যত হয়। তিনি এক এক জনের কাছে গিয়ে অঞ্চল টেনে ধরেন এবং দয়ার আবেদন জানান। কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁকে মেরে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। অবশেষে তিনি নিরাশ হয়ে যান। তারপর সবাই মিলে তাঁকে রশি দ্বারা বেঁধে কূপের মধ্যে লটকে দেয়। তিনি কূপের পার্শ্বদেশ হাত দ্বারা ধরে নেন। কিন্তু ভাইয়েরা তাঁর অঙ্গুলির উপর আঘাত করে কূপের পার্শ্বদেশ থেকে তাঁর হাত ছাড়িয়ে নেয়। কূপের অর্ধেক পর্যন্ত তিনি পৌঁছেছেন এমনতাবস্থায় তারা রশি কেটে দেয় এবং তিনি কূপের তলদেশে পড়ে যান। কূপের মধ্যে একটি পাথর ছিল, তিনি ঐ পাথরের উপর দাঁড়িয়ে যান। (তাবারী ১৫/৫৭৪) ঠিক ঐ বিপদের সময় এবং কঠিন ও সংকীর্ণ মুহুর্তে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে অহী পাঠালেন :

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ তিনি যেন মনে প্রশান্তি আনয়ন করেন এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেন। চিন্তার কোনই কারণ নেই। তিনি যেন এটা মনে না করেন যে, ঐ বিপদ কখনও দূর হবেনা। তার জেনে রাখা উচিত যে, কষ্টের পরেই স্বস্তি রয়েছে। তাঁর ভাইদের উপর মহান আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করবেন। তারা তাঁর কাছে নতি স্বীকার করবে। তারা আজ তাঁর সাথে যে কাজ করল এমন সময় আসবে যে, তাদের এই কাজ সম্পর্কে অবহিত করা হবে। তখন তারা লজ্জায় অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে নিজেদের অপরাধমূলক কাজের কথা শুনতে থাকবে এবং তারা জানতেও পারবেনা যে, তিনিই ইউসুফ (আঃ)। (তাবারী ১৫/৫৭৭)

১৬। তারা রাতে কাঁদতে  
কাঁদতে তাদের পিতার নিকট  
এলো।

۱۶. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً

يَبْكُونَ

<p>১৭। তারা বলল : হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করেছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু আপনিতো আমাদের বিশ্বাস করবেননা, যদিও আমরা সত্যবাদী।</p>	<p>১৭. قَالُوا يَتَّابَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ</p>
<p>১৮। আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল। সে বলল : না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল।</p>	<p>১৮. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ</p>

### ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা পিতার সাথে প্রতারণা করল

ইউসুফকে (আঃ) অন্ধকার কূপে ফেলে দেয়ার পর তাঁর ভাইয়েরা কি করেছিল আল্লাহ তা'আলা এখানে সেই খবরই জানিয়ে দিচ্ছেন। গুপ্তভাবে ছোট ভাই, আল্লাহর নিষ্পাপ নাবী এবং পিতার চোখের মণি ইউসুফকে (আঃ) কূপে নিক্ষেপ করে রাতে তারা বাহ্যিকভাবে দুঃখের ভান করে কাঁদতে কাঁদতে পিতার নিকট আগমন করে। আর ইউসুফকে (আঃ) হারিয়ে ফেলার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলে : ‘হে পিতা! আমরা তীরন্দাজী ও দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করি এবং ছোট ভাই ইউসুফকে (আঃ) আমাদের আসবাবপত্রের নিকট রেখে যাই। ঘটনাক্রমে ঐ সময়েই নেকড়ে বাঘ এসে পড়ে এবং তাকে খেয়ে ফেলে।’ এরপর তারা তাদের পিতার কাছে নিজেদের কথা সত্য প্রমাণিত করার জন্য বলল :

وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ হে আমাদের পিতা! এটা এমন একটা ঘটনা যে, তা সত্য বলে মেনে নিতে আপনার বিবেকে বাধছে, পূর্বেইতো আপনার মনে খটকা লেগেছিল এবং ঘটনাক্রমে তা ঘটেই গেল। তাই আপনি আমাদেরকে সত্যবাদী রূপে মেনে নিতে পারছেননা। অথচ আমরা যে সত্যবাদী তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আমাদেরকে সত্যবাদীরূপে মেনে না নেয়ার ব্যাপারে আপনি এক দিক দিয়ে সত্যের উপর রয়েছেন। কেননা এটা এমনই একটা অস্বাভাবিক ঘটনা যে, এটা দেখে আমরা নিজেরাই বিস্মিত না হয়ে পারিনা।' এটা ছিল তাদের মৌখিক কথা। এছাড়া একটা মিথ্যা প্রমাণও তারা পেশ করেছিল। মুজাহিদ (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, তারা বকরীর একটা বাচ্চাকে যবাহ করে ওর রক্ত দ্বারা ইউসুফের (আঃ) জামাটি রঞ্জিত করেছিল। (তাবারী ১৫/৫৮০) ঐ জামাটি তারা পিতার সামনে হাযির করে বলেছিল : 'দেখুন! ইউসুফের (আঃ) দেহের রক্ত তার জামায় ভরে রয়েছে।' কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কি মহিমা যে, তারা সবকিছুই করেছিল, কিন্তু জামাটি ছিঁড়তে ভুলে গিয়েছিল। ফলে পিতার কাছে তাদের প্রতারণা ধরা পড়ে যায়। কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নিলেন এবং স্পষ্টভাবে ছেলেদেরকে তেমন কিছু বললেননা। তথাপি ছেলেরা বুঝে নেয় যে, তাদের পিতার কাছে তাদের ধোকাবাজী ধরা পড়ে গেছে। তাদের পিতা তাদেরকে শুধু বললেন :

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ তোমাদের মন এই কথা বানিয়ে নিয়েছে। যাই হোক, আমি ধৈর্য ধারণ করব যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা দয়া পরবশ হয়ে আমার এই দুঃখ দূর করে দেন। তোমরা যে একটা মিথ্যা কথা আমার কাছে বর্ণনা করছ এবং একটা অসম্ভব ব্যাপারের উপর আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছ তার জন্য আমি একমাত্র আল্লাহরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। (তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল)

১৯। এক যাত্রী দল এলো, তারা তাদের পানি সঞ্চারককে প্রেরণ করল; সে তার পানির বালতি নামিয়ে দিল। সে বলে

۱۹. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۖ قَالَ



গোপন রাখে। আর ইউসুফও (আঃ) নিজের অবস্থা গোপন রাখেন এই ভয়ে যে, তাঁর ভাইয়েরা হয়তো তাঁকে মেরে ফেলবে। তাই তিনি তাঁর ভাইদের মাধ্যমে বিক্রি হয়ে যাওয়াই পছন্দ করলেন। ফলে তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে বিক্রি করে দিল। (তাবারী ১১৬/৬)

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ আল্লাহ তা‘আলা ইউসুফের (আঃ) ভাইদের কার্যকলাপ পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। কিছুই তাঁর অজানা ছিলনা। যদিও তিনি তৎক্ষণাৎ এই গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করে দিতে সক্ষম ছিলেন, তথাপি তিনি তখনই তা প্রকাশ করা হতে বিরত থাকলেন, এতে তাঁর পূর্ণ নিপুণতা রয়েছে। তাঁর (ইউসুফের আঃ) ভাগ্যে এটাই লিপিবদ্ধ ছিল। কাজেই তিনি তাঁকে তাঁর ভাগ্যের উপরই ছেড়ে দেন।

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়। (সূরা আ‘রাফ, ৭ : ৫৪)

এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও এক প্রকারের সান্ত্বনা দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ যেন তাঁকে বলছেন : হে মুহাম্মাদ! তোমার কাওম যে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে এটা আমি দেখছি। আমার এ ক্ষমতা রয়েছে যে, এখনই তাদেরকে ধ্বংস করে তোমাকে বিপদমুক্ত করি। কিন্তু আমার সমস্ত কাজ হিকমাতে পরিপূর্ণ। এখনই আমি তাদেরকে ধ্বংস করবনা। তুমি নিশ্চিত থাক। অচিরেই তুমি তাদের উপর বিজয় লাভ করবে। ধীরে ধীরে আমি তাদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাব।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাঁকে খুবই কম মূল্যে বণিকদের কাছে বিক্রি করে দিল এবং এভাবে কম মূল্যে বিক্রি করতে তাদের মনে বাধেনি। এমন কি তারা বিনা মূল্যে চাইলেও দিয়ে দিত। কেননা তাঁর প্রতি তাদের কোন দরদ-ভালবাসাই ছিলনা। মুজাহিদ (রহঃ) ও ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, بَخْسٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে কম। (তাবারী ১৬/১২)

وَشَرَوْهُ ইবন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, وَشَرَوْهُ

এর ‘৪’ সর্বনামটি ইউসুফের (আঃ) ভাইদের দিকে ফিরেছে। (তাবারী ১৬/১৪-১৬) আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা বলেন :



## فَلَا تَخَافُ غَضًّا وَلَا رَهَقًا

যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি কিংবা জোর জবরদস্তির আশংকা থাকবেনা। (সূরা জিন, ৭২ : ১৩)

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা তাঁকে বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছিল। (তাবারী ১৬/১২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), নাওফ আল বিকালী (রাঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আতিয়্যা আল আউফীও (রহঃ) এরূপই বলেছেন। তারা আরও বলেন যে, তাঁর ভাইয়েরা পরস্পরের মধ্যে দুই দিরহাম করে বণ্টন করে নেয়। (তাবারী ১৬/১৪)

وَكَاثُورًا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ এই উক্তি সম্পর্কে যাহহাক (রহঃ) বলেন : তারা ইউসুফের (আঃ) নাবুওয়াত এবং মহা মহিমাম্বিত আল্লাহর নিকট তাঁর কি মর্যাদা রয়েছে এসব সম্পর্কে মোটেই অবহিত ছিলনা। তাই তারা ঐ নগণ্য মূল্যে বিক্রি করেই সম্বুস্ত হয়েছিল।

২১। মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল : সম্মানজনকভাবে এর থাকার ব্যবস্থা কর, সম্ভবতঃ সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্র রূপেও গ্রহণ করতে পারি এবং এভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য। আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।

۲۱. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرْأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

২২। সে যখন পূর্ণ যৌবনে  
উপনীত হল তখন আমি তাকে  
হিকমাত ও জ্ঞান দান করলাম,  
এবং এভাবেই আমি সৎ  
কর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত  
করি।

۲۲. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ رَءَاتَيْنَاهُ  
حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي  
الْمُحْسِنِينَ

### ইউসুফের (আঃ) মিসরে অবস্থান

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, মিসরের যে লোকটি ইউসুফকে (আঃ) ক্রয় করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর অন্তরে তাঁর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের ভাব জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ইউসুফের (আঃ) চেহারায উজ্জ্বলের ভাব লক্ষ্য করেই বুঝে নিয়েছিলেন যে, তার মধ্যে মঙ্গল ও যোগ্যতা নিহিত রয়েছে। লোকটি ছিলেন মিসরের উযীর এবং তার উপাধি ছিল ‘আযীয’।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, পরিণামদর্শী ও বুদ্ধি বলে অনুমান করতে ও বুঝে নিতে সক্ষম তিন ব্যক্তি অতীত হয়েছেন। প্রথম হচ্ছেন মিসরের এই আযীয, যিনি ইউসুফকে (আঃ) এক নয়র দেখা মাত্রই তাঁর মর্যাদা বুঝে ফেলেন। তাই বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে গিয়েই স্বীয় স্ত্রীকে বলেন : أَكْرَمِي مَثْوَاهُ : সম্মানজনকভাবে এর থাকার ব্যবস্থা কর।

দ্বিতীয় হচ্ছেন (শু‘আইবের আঃ) ঐ মেয়েটি যিনি মূসা (আঃ) সম্পর্কে তাঁর পিতাকে বলেছিলেন :

يَتَأْتِيكِ اسْتَعْجَرُهُ

হে পিতা! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন, কারণ আপনার মজুর হিসাবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত (আর এই ব্যক্তির মধ্যে এই গুণ বিদ্যমান রয়েছে)। (সূরা কাসাস, ২৮ : ২৬) তৃতীয় হচ্ছেন আবু বাকর (রাঃ)। তিনি দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণের সময় খিলাফাতের দায়িত্ব ভার উমার ইবনুল খাত্তাবের (রাঃ) হাতে অর্পণ করে যান। (তাবারী ১৬/১৯) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ আমি ইউসুফকে তার ভাইদের যুল্ম হতে রক্ষা করেছি, তাকে যমীনে অর্থাৎ মিসরে প্রতিষ্ঠিত করেছি। কেননা আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবার ছিল যে, আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান শিক্ষা দিব। আল্লাহর ইচ্ছাকে কে

রোধ করতে পারে? কে পারে তাঁর বিরোধিতা করতে? তিনি সবারই উপর ব্যাপক ক্ষমতাবান। তাঁর সামনে সবাই অক্ষম ও অপারগ। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়। তারা না মানে তার কলাকৌশল, না রয়েছে তাদের কাছে তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতা সম্পর্কে কোন জ্ঞান। তারা তাঁর হিকমাত বুঝে উঠতে পারেনা।

ইউসুফ (আঃ) যখন প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছিলেন এবং তাঁর বিবেক-বুদ্ধি পূর্ণতা প্রাপ্ত হল তখন মহান আল্লাহ তাঁকে নাবুওয়াত দান করলেন এবং তাঁকে তাঁর বিশিষ্ট বান্দা রূপে মনোনীত করলেন। এভাবেই আল্লাহ তা‘আলা সংকর্মশীল লোকদেরকে প্রতিদান প্রদান করেন।

২৩। সে যে স্ত্রী লোকের গৃহে ছিল সে তার কাছ থেকে অসং কাজ কামনা করল এবং দরজাগুলি বন্ধ করে দিল ও বলল : চলে এসো (আমরা কাম প্রবৃ্ত্তি চরিতার্থ করি)। সে বলল : আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তিনি (আযীয) আমার প্রভু! তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন, সীমা লংঘনকারীরা সফলকাম হয়না।

۲۳. وَرَوَدَتْهُ اَلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِۦٓ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اَللّٰهِ ؕ اِنَّهُ رَبِّيْ اَحْسَنَ مَثْوَاىِٕ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ

## আযীযের স্ত্রী ইউসুফকে (আঃ) ভালবাসে এবং তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মিসরের আযীযের সেই স্ত্রী সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যার বাড়ীতে তিনি অবস্থান করছিলেন। মিসরের আযীয তাঁকে ক্রয় করেছিলেন এবং নিজের ছেলের মত তাঁকে অতি উত্তমরূপে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন : ‘এর যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়, তাকে খুবই সম্মানের সাথে রাখবে।’ কিন্তু স্ত্রী ইউসুফের (আঃ) সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে

পড়ল এবং তাঁর থেকে অসৎকর্ম কামনা করল। সুতরাং সে সুন্দর সাজে সজ্জিত হয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল এবং তাঁকে তার সাথে কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান জানালো। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) কঠোরভাবে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন : ‘দেখুন, আপনার স্বামী আমার রাব্ব (প্রভু)!’ ঐ সময় মিসরবাসীদের পরিভাষায় বড়দের জন্য এই শব্দ প্রয়োগ করা হত। তিনি আরও বললেন :

إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ আমার প্রতি আপনার স্বামীর বড় অবদান রয়েছে। তিনি অত্যন্ত উত্তম রূপে আমাকে রেখেছেন এবং আমার সাথে খুবই সদয় ব্যবহার করছেন। সুতরাং আমি তাঁর ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারিনা। জেনে রাখুন যে, لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ সীমালংঘনকারী কখনও সফলকাম হয়না। এটা মুজাহিদ (রহঃ), সুদী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজন বলেছেন।

هَيْتَ لَكَ এর কিরআতে মতভেদ রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও কেহ কেহ বলেছেন যে এর অর্থ হচ্ছে : সে তাঁকে তার নিজের দিকে আহ্বান করে। (তাবারী ১৬/২৭) ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, هَيْتَ لَكَ এর অর্থ হচ্ছে هَلُمَّ لَكَ এবং এটা ‘হাওরানিয়া’ ভাষা। ইমাম বুখারী (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে কোন বর্ণনাধারা ছাড়াই এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/২১৪)

এর দ্বিতীয় পঠন هَيْتَও রয়েছে। প্রথম পঠনের অর্থ ছিল ‘এসো’। তাহলে এই কিরআতের অর্থ হবে ‘আমি তোমার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি’। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবু আবদুর রাহমান আস সুলামী (রহঃ), আবু ওয়াইল (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এ অর্থেই আয়াতটি পাঠ করতেন। অন্যদের কাছেও তারা এভাবেই ব্যাখ্যা দিতেন যেভাবে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ‘আমি তোমার জন্য প্রস্তুত আছি।’

২৪। সেই রমণীতো তার প্রতি আসক্ত হয়ে ছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত যদি না সে তার রবের নিদর্শন

۲۴. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ

প্রত্যক্ষ করত। তাকে মন্দ কাজ  
ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার  
জন্য এভাবে নিদর্শন  
দেখিয়েছিলাম। সে ছিল আমার  
বিশুদ্ধ চিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ  
السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ  
عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

এই স্থানে বিজ্ঞজনদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের একটি দল হতে এ সম্পর্কে কিছু উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যা ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং আরও কেহ কেহ রিওয়ায়াত করেছেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। বলা হয়েছে যে, ঐ নারীর প্রতি ইউসুফের (আঃ) কামনা নাফসের খটকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাগাবীর (রহঃ) হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে হাম্মান (রহঃ), তার থেকে মা‘মার (রহঃ), তার থেকে আবদুর রাযযাক (রহঃ) এবং তার থেকে তিনি (বাগাবী) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা (মালাইকাকে) বলেন : ‘আমার বান্দা যখন কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করে তখন তোমরা ওর জন্য একটি সাওয়াব লিখে নাও। অতঃপর সে যদি ঐ আমল করে ফেলে তাহলে ওর দশ গুণ সাওয়াব লিখে ফেল। আর যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করে এবং তা করে না ফেলে তাহলে ওর জন্য সাওয়াব লিখে নাও। কেননা সে আমার (শাস্তির ভয়ের) কারণেই ওটা ছেড়ে দিয়েছে। আর যদি সে ঐ কাজ করে বসে তাহলে তোমরা ঐ পরিমাণই পাপ লিখে নাও।’ এই হাদীসের শব্দগুলি আরও কয়েক রকমের রয়েছে। (বাগাবী ২/৪২০, ফাতহুল বারী ১৩/৪৭৩, মুসলিম ১/১১৭)

একটি উক্তি এও রয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ) তাকে (আযীযের স্ত্রীকে) প্রহার করার ইচ্ছা করেছিলেন। ইউসুফ (আঃ) তখন কিছু দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কি দেখেছিলেন সেই ব্যাপারে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন : সঠিক কথা এই যে, ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্য হতে কোন একটি নিদর্শন দেখেছিলেন যা তাঁকে কামনা চরিতার্থ করতে বাধা দিয়েছিল। সেটা ইয়াকূবের (আঃ) ছবিও হতে পারে, বাদশাহর ছবিও হতে পারে

অথবা এটাও হতে পারে যে, তিনি লিখিত কিছু দেখেছিলেন যা তাঁকে দুষ্কর্ম থেকে বাধা দিয়েছিল।

এমন কোন স্পষ্ট দলীল নেই যে, আমরা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি। সুতরাং আমাদের জন্য সঠিক পন্থা এটাই যে, আমরা এটাকে সাধারণের উপর ছেড়ে দেই, যেমন মহান আল্লাহর উক্তি সাধারণই রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

كَذَلِكَ لَنَصْرَفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ যেমনভাবে আমি ইউসুফকে একটি দলীল দেখিয়ে দুষ্কর্ম থেকে ঐ সময় রক্ষা করেছি, তেমনিভাবে তার অন্যান্য কাজেও তাকে সাহায্য করছি এবং তাকে মন্দ ও নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ সে ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ হতে দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

২৫। তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রী লোকটি পিছন হতে তার জামা ছিড়ে ফেলল, তারা স্ত্রী লোকটির স্বামীকে দরজার কাছে দেখতে পেল। স্ত্রী লোকটি বলল : যে তোমার পরিবারের সাথে কু-কাজ কামনা করে তার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন বেদনাদায়ক শাস্তি ব্যতীত আর কি দণ্ড হতে পারে?

২৫. وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

২৬। সে (ইউসুফ) বলল : সেই আমা হতে অসৎ কাজ কামনা করেছিল। স্ত্রী লোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য

২৬. قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ

<p>দিল : যদি তার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী লোকটি সত্য কথা বলেছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী,</p>	<p>أَهْلَهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ</p>
<p>২৭। আর যদি তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী লোকটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী।</p>	<p>٢٧. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ</p>
<p>২৮। সুতরাং গৃহস্থামী যখন দেখল যে, তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়েছে তখন সে বলল : ভীষণ তোমাদের ছলনা।</p>	<p>٢٨. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ</p>
<p>২৯। হে ইউসুফ! তুমি এটা উপেক্ষা কর এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তুমিই অপরাধী।</p>	<p>٢٩. يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۖ إِنَّكَ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ</p>

আল্লাহ তা‘আলা ইউসুফ (আঃ) এবং আযীযের স্ত্রীর অবস্থার খবর দিচ্ছেন যে, যখন মহিলাটি তাঁকে কু-কাজের দিকে আহ্বান করে তখন তিনি নিজেকে রক্ষা করার জন্য দরজার দিকে দৌড়ে যান। আর মহিলাটিও তাঁকে ধরার জন্য তাঁর

পিছনে ছুটে আসে। পিছন থেকে তাঁর জামাটি সে ধরে ফেলে এবং তার দিকে টানতে থাকে। এর ফলে ইউসুফ (আঃ) পিছনের দিকে প্রায় পড়ে যান আর কি। কিন্তু তিনি খুব শক্তির সাথে সামনের দিকে দৌড়ে যান। এতে তাঁর জামার পিছনের দিক ছিঁড়ে যায়। এই অবস্থায় উভয়ে দরজার কাছে পৌঁছে যান। দরজার কাছে পৌঁছেই তাঁরা দেখতে পান যে, মহিলাটির স্বামী সেখানে বিদ্যমান রয়েছেন। স্বামীকে দেখা মাত্রই সে উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বলে :

مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا (যে আপনার স্ত্রীর সাথে (অর্থাৎ ঐ মহিলার সাথে) কুকর্মে লিপ্ত হতে চায় তার জন্য কারাগার কিংবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া আর কি দণ্ড হতে পারে? ইউসুফ (আঃ) যখন দেখলেন যে, মহিলাটি সমস্ত দোষ তাঁরই উপর চাপিয়ে দিচ্ছে তখন তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন :

هِيَ رَاوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي (প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আপনার স্ত্রীই আমাকে কুকর্মের দিকে আহ্বান করেছিল। আমি তার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পালিয়ে আসছিলাম এবং সেও আমার পিছনে পিছনে দৌড়ে আসছিল। আমার জামাটি সে পিছন দিক থেকে টেনে ধরেছিল। দেখুন, আমার জামার পিছন দিক ছিঁড়ে গেছে।' ঐ মহিলাটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল এবং আযীযকে বলল :

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ (আঃ) ছিন্ন জামাটি দেখুন। যদি ওটার সামনের দিক ছিঁড়া থাকে তাহলে নিশ্চিত রূপে জানবেন যে, আপনার স্ত্রী সত্য কথা বলেছে এবং ইউসুফ (আঃ) মিথ্যাবাদী। আর যদি তার জামাটির পিছন দিক ছিঁড়া থাকে তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আপনার স্ত্রী মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ (আঃ) সত্যবাদী।

সাক্ষীটির বয়স কত ছিল এবং সে ছেলে নাকি মেয়ে ছিল এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাক্ষীটির মুখে দাড়ি ছিল। সুতরাং সে বয়স্ক ছিল এবং সে বাদশাহর একজন বিশিষ্ট লোক ছিল। অনুরূপভাবে মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, সে একজন (বয়োঃপ্রাপ্ত) পুরুষ লোক ছিল। شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا সম্পর্কে আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, সাক্ষীটি ছিল দোলনার শিশু। (তাবারী ১৬/৫৬) আবু হুরাইরাহ (রাঃ), হিলাল ইব্ন ইয়াসাত (রহঃ), হাসান (রহঃ),



সাদ্দ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং যাহহাক ইব্ন মুযাহিম (রহঃ) বলেন যে, সাক্ষীটি ছিল একজন যুবক, যে বাদশাহ আযীযের বাড়িতে বাস করত। (তাবারী ১৬/৫৪, ৫৫) ইব্ন জারীর (রহঃ) এ বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার উক্তি :

فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুসারে স্বামী আযীয যখন দেখলেন যে, ইউসুফের (আঃ) জামাটির পিছনের দিক ছিরা রয়েছে তখন তার কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইউসুফ (আঃ) সত্যবাদী এবং তাঁর স্ত্রী মিথ্যাবাদী। সে ইউসুফের (আঃ) উপর অপবাদ দিয়েছে। সুতরাং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি বলে উঠলেন :

قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدُكَنْ এটা তোমাদের মহিলাদের প্রবঞ্চনা ও চাতুরী ছাড়া কিছুই নয়। এই তরুণ যুবককে তুমি অপবাদ দিয়েছ এবং তার উপর মিথ্যা দোষ চাপিয়েছ। তুমি তাকে তোমার ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিলে। এরপর তিনি ইউসুফকে (আঃ) আদেশ করেন : هَذَا يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا তুমি এটা কারও সামনে বর্ণনা করনা। অতঃপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে উপদেশের সুরে বললেন :

وَاسْتَغْفِرِي لَذَنْبِكَ তুমি তোমার এই পাপের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। বাদশাহ আযীয খুব কোমল হৃদয়ের লোক ছিলেন এবং ছিলেন খুব সহজ-সরল প্রকৃতির লোক। অথবা হয়তো তিনি মনে করেছিলেন যে, মহিলা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য। সে ইউসুফের (আঃ) মধ্যে এমন কিছু দেখেছে যার উপর ধৈর্য ধারণ করা তার উপর কঠিন হয়েছে। এ জন্যই তিনি তাকে হিদায়াত করলেন : إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ তুমি তোমার এই পাপকাজ হতে তাওবাহ কর। সরাসরি তুমিই অপরাধিনী।

৩০। নগরে কতিপয় নারী বলল : আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাস হতে অসৎ কাজ কামনা করেছে; প্রেম তাকে উন্মত্ত করেছে, আমরাতো তাকে দেখছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।

۳۰. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ  
أَمْرَأْتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَنُهَا عَنْ  
نَفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا

## لَنَرْنَهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

৩১। স্ত্রী লোকটি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল, তাদের প্রত্যেককে একটি করে চাকু দিল এবং যুবককে বলল : তাদের সামনে বের হও। অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল তখন তারা তার সৌন্দর্যে অভিভূত হল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলল : অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্য! এতো মানুষ নয়, এতো এক মহিমাশিত্ত মালাক/ফেরেশতা!

۳۱. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

৩২। সে বলল : এই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছ, আমি তার হতে অসৎ কাজ কামনা করেছি; কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে; আমি তাকে যা আদেশ করেছি, সে যদি তা না করে তাহলে সে কারারুদ্ধ হবেই এবং হীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

۳۲. قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْتُهُ عَنْ نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ

<p>৩৩। ইউসুফ বলল : হে আমার রাব্ব! এই নারীরা আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। আপনি যদি আমাকে ওদের ছলনা হতে রক্ষা না করেন তাহলে ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।</p>	<p>۳۳. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ</p>
<p>৩৪। অতঃপর তার রাব্ব তার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন, তিনিতো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।</p>	<p>۳۴. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ</p>

## শহরের মহিলাদের কাছে ইউসুফের (আঃ) খবর পৌঁছে, তারাও তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ইউসুফ (আঃ) ও আযীযের স্ত্রীর খবর শহরময় ছড়িয়ে পড়ল এবং ওটা হচ্ছে মিসর (এর শহর)। সভাসদবর্গ এবং রাজকুমারদের স্ত্রীরা অত্যন্ত বিস্ময় ও ঘৃণার সাথে এই ঘটনার সমালোচনা করতে থাকে। তারা পরস্পর বলাবলি করে : ‘আযীযের স্ত্রীর কর্মকাণ্ড দেখ! সে হচ্ছে উযীরের স্ত্রী, অথচ সে তার ক্রীতদাসের সাথে দুষ্কার্যে লিপ্ত হতে চাচ্ছে! ক্রীতদাসের প্রেম তার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।’

শহরের ভদ্রমহিলারা তাকে যে দোষারোপ করছে এ খবর তার কানে পৌঁছে গেল। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, এটা প্রকৃতপক্ষে ঐ মহিলাদের ষড়যন্ত্রই ছিল। আসলে তারা ইউসুফের (আঃ) দর্শন কামনা করছিল। সুতরাং আযীযের স্ত্রীকে দোষারোপ করা তাদের একটা কৌশল ছিল মাত্র। আযীযের স্ত্রী তাদের এই চাল বুঝে ফেলল। সে তাদেরকে বলে পাঠাল : ‘অমুক সময় আমার

বাড়ীতে আপনাদের দা'ওয়াত থাকল।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) হাসান (রহঃ), সুদী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, আযীযের স্ত্রী মহিলাদের জন্য এমন মাজলিসের ব্যবস্থা করল যেখানে তাদের বসার জন্য তাকিয়া, বালিশ ইত্যাদি রাখা হয়েছিল এবং খাদ্য হিসাবে কমলা লেবু জাতীয় ফল রাখা হয়েছিল। (তাবারী ১৬/৭১, ৭২) ফলগুলি কেটে খাওয়ার জন্য সে প্রত্যেককে একটি করে ধারাল চাকু প্রদান করল। এটাই ছিল মহিলাদের ষড়যন্ত্রের প্রতিফল। আসলে সে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খন্ডন করার লক্ষ্যে ইউসুফের (আঃ) সৌন্দর্য দেখাতে চেয়েছিল। সে ইউসুফকে (আঃ) বলল :

وَقَالَتْ اخْرِجْ عَلَيْنَهُنَّ থেকে বেরিয়ে আসেন। মহিলাদের দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়া মাত্রই তারা তাঁর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়ল এবং তাঁকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল। ফলে ঐ সূতীক্ষ্ণ চাকু দ্বারা ফল কাটার পরিবর্তে তারা নিজেদের হাতের আপুলগুলি কেটে ফেলল। (তাবারী ১৬/৭৬-৭৮)

অন্যেরা বলেন যে, যিয়াফতের খাদ্য ইতোপূর্বেই যথারীতি পরিবেশন করা হয়েছিল এবং তাদের আহারও ছিল সমাপ্তির পথে। শুধুমাত্র ফল দ্বারা আপ্যায়ন অবশিষ্ট ছিল। তাদের হাতে চাকু ছিল এবং তা দ্বারা তারা ফল কাটছিল। এমতাবস্থায় আযীযের স্ত্রী তাদেরকে বলল : 'আপনারা ইউসুফকে (আঃ) দেখতে চান কি?' তারা সবাই সমস্বরে বলে উঠল : 'হ্যাঁ হ্যাঁ।' তখনই ইউসুফকে (আঃ) ডেকে পাঠানো হয় এবং তিনি তাদের সামনে হাযির হন। তাঁকে দেখতে পেয়ে তারা ফল কাটার পরিবর্তে নিজেদের হাত কেটে ফেলে। কিন্তু তারা ব্যথা অনুভব করতে পারলনা। তাঁকে আযীযের স্ত্রী বলল যে, তিনি যেন এভাবে কয়েকবার আসা-যাওয়া করেন। ইউসুফ (আঃ) যখন তাদের সম্মুখ থেকে বিদায় হয়ে গেলেন তখন তারা ব্যথা অনুভব করল এবং বুঝতে পারল যে, ফলের পরিবর্তে তারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছে। ঐ সময় আযীযের স্ত্রী তাদেরকে বলল : 'দেখুন তো, একবার মাত্র তার সৌন্দর্য দর্শনে আপনারা আত্মভোলা হয়ে গেলেন, তাহলে আমার কি অবস্থা হতে পারে?' মহিলারা বলে উঠল :

حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ আল্লাহর শপথ!  
ইনিতো মানুষ নন, বরং মালাইকা! সাধারণ মালাইকা নন বরং বড় মর্যাদাবান মালাইকা! আজ থেকে আমরা আর আপনাকে ভৎসান করবনা।' ভদ্র-মহিলারা

ইউসুফের (আঃ) মততো নয়ই, এমনকি তাঁর কাছাকাছি এবং তাঁর সাথে সদৃশ সুন্দর লোকও কখনও দেখেনি।

মি'রাজের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃতীয় আকাশে ইউসুফের (আঃ) পাশ দিয়ে গমন করার সময় বলেন : 'তাকে সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করা হয়েছে।' (মুসলিম ১/১৪৬)

যা হোক, ঐ মহিলারা ইউসুফকে (আঃ) দেখা মাত্রই বলেছিলেন : 'আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ইনিতো মানুষ নন। (তাবারী ১৬/৮৪) আযীযের স্ত্রী তখন তাদেরকে বলল : 'এখন আপনারা আমাকে ক্ষমাই মনে করবেন কি? তাঁর সৌন্দর্য কি ধৈর্য শক্তি ছিনিয়ে নেয়ার মত নয়? আমি তাকে সব সময় নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি সর্বদা আমার আয়ত্বের বাইরে রয়েছেন। আপনারা মনে রাখবেন যে, বাইরে তিনি যেমন অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী তেমনই ভিতরেও তিনি পবিত্র ও নিষ্কলুষ। তাঁর বাহির যেমন সুন্দর, ভিতরও তেমনই সুন্দর।' অতঃপর সে ভয় প্রদর্শন করে বলে :

وَلَكِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ لِيُسْجَنَ وَلِيَكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ যদি তিনি আমার কথা না মানেন এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করেন তাহলে অবশ্যই তাঁকে জেলে যেতে হবে এবং আমি তাঁকে কঠিনভাবে লাঞ্ছিত করব। ঐ সময় ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেছিলেন :

قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ হে আমার রাব্ব। এই নারীরা আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। আমাকে আপনি তাদের কুকর্ম হতে রক্ষা করুন! আমি যেন দুষ্কার্যে লিপ্ত হয়ে না পড়ি। যদি আপনি আমাকে রক্ষা করেন তাহলেই আমি রক্ষা পাব। আমার নিজের কোনই ক্ষমতা নেই। আমি আমার নিজের লাভ ও ক্ষতির মালিক নই। আপনার সাহায্য ও করুণা ছাড়া না আমি কোন পাপ কাজ থেকে বাঁচতে পারি, আর না কোন সৎ কাজ করতে পারি। হে আমার রাব্ব! আমি আপনার কাছেই সাহায্য চাচ্ছি এবং আপনার উপরই ভরসা করছি। আপনি আমাকে আমার নাফসের কাছে সমর্পণ করবেননা যে, আমি ঐ মহিলাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এবং মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হই।'

মহান আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। তাঁকে তিনি পবিত্রতা দান করলেন এবং স্বীয় হিফাযাতে রাখলেন। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে তিনি রক্ষা পেতেই থাকলেন। অথচ

তিনি সেই সময় পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন এবং তিনি পূর্ণমাত্রায় সৌন্দর্যের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর ভিতর বিভিন্ন প্রকারের সদগুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি স্বীয় প্রবৃত্তিকে দমন করেছিলেন এবং আযীযের স্ত্রীর প্রতি মোটেই দ্রুক্ষেপ করেননি। অথচ সে ছিল নেতার কন্যা ও নেতার স্ত্রী এবং তাঁর প্রভুপত্নী। তাছাড়া সে ছিল অতীব সুন্দরী ও প্রচুর সম্পদের অধিকারিণী এবং ছিল সামাজিক মর্যাদা। কিন্তু তাঁর অন্তরে ছিল আল্লাহর ভয়। তাই তিনি পার্থিব সুখ-শান্তিকে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করেছিলেন এবং ওর উপর কারাগারকেই পছন্দ করেছিলেন। এ জন্যই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ তাঁর (আরশের) ছায়ায় স্থান দিবেন, এমন দিনে যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবেনা : (১) ন্যায় পরায়ন বাদশাহ, (২) ঐ যুবক (বা যুবতী) যে তার যৌবনকে আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়ে দিয়েছে, (৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর সদা মাসজিদে লটকানো থাকে, যখন সে মাসজিদ হতে বের হয় যে পর্যন্ত না সে তাতে ফিরে যায়, (৪) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্যই একে অপরকে ভালবাসে, আল্লাহর জন্যই তারা একত্রিত থাকে এবং আল্লাহর জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়, (৫) ঐ ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার দান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারেনা, (৬) ঐ ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ও সুশ্রী নারী কু-কাজের দিকে আহ্বান করে এবং সে বলে : আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৭) ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তার দু’চক্ষু দিয়ে অশ্রু বয়ে যায়।’ (ফাতহুল বারী ২/১৬৮, মুসলিম ২/৭১৫)

৩৫। নিদর্শনাবলী দেখার পর তাদের মনে হল যে, তাকে কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করতেই হবে।

৩৫. ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا  
الْأَيَّاتِ لَيْسَ جُنْهُهُ حَتَّىٰ حِينٍ

### বিনা কারণে ইউসুফকে (আঃ) কারাগারে পাঠানো হল

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, ইউসুফের (আঃ) পবিত্রতা সবারই কাছে প্রকাশিত হয়ে গেল। কিন্তু এরপরও তাঁকে কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ করে রাখাই ঐ মহিলারা যুক্তি সঙ্গত মনে করল। কেননা জনগণের মধ্যে এটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, আযীযের স্ত্রী (ইউসুফের আঃ) প্রেমে পাগলিনী হয়ে গেছে। সুতরাং

এমতাবস্থায় যদি তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় তাহলে তারা মনে করবে, যে তাঁরই হয়তো পদস্থলন ঘটে থাকবে।

এ কারণেই যখন মিসরের বাদশাহ কারাগার হতে মুক্তি দেয়ার জন্য ইউসুফকে (আঃ) ডেকে পাঠান তখন তিনি জেলখানা থেকেই বলেছিলেন : ‘আমি বের হবনা যে পর্যন্ত না আমার নিরপরাধ হওয়া এবং পবিত্রতা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হবে। আমি কারাগারেই থাকব যে পর্যন্ত বাদশাহ সাক্ষীদের মাধ্যমে এবং স্বয়ং আযীযের স্ত্রীর দ্বারা পূর্ণ সত্যতা যাচাই না করবেন যে, আমি সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ, আমি মোটেই বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। এটা সারা দুনিয়াবাসীর কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত আমি জেলখানা হতে বের হবনা।’ অতঃপর যখন ইউসুফ (আঃ) কারাগার হতে বেরিয়ে আসেন তখন একটা লোকও এমন ছিলনা যে তাঁর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেছিল।

৩৬। তার সাথে দু’জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল, তাদের একজন বলল : আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আংগুর নিথড়িয়ে রস বের করছি এবং অপরজন বলল : আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখী তা হতে খাচ্ছে, আমাদেরকে আপনি এর তাৎপর্য জানিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সৎ কর্মপরায়ণ দেখছি।

۳۶. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ  
قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرْنِي آعْصِرُ  
خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرْنِي  
أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ  
الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا  
نَرْنَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

### দুই কারাবন্দী তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল

যে দিন ইউসুফকে (আঃ) কারাগারে যেতে হয়, ঘটনাক্রমে সেই দিনই দু’জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যুবকদ্বয়ের একজন ছিল বাদশাহ’র সুরাবাহী এবং অপরজন ছিল তার রুটি প্রস্তুতকারী (বাবুচি)।

(তাবারী ১৬/৯৫) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, সুরাবাহীর নাম ছিল নাবওয়া এবং বাবুর্চির নাম ছিল মিজলাস। সুদী (রহঃ) বলেন যে, তাদেরকে বন্দী করার কারণ হচ্ছে, তারা বাদশাহ'র খাদ্যে ও পানীয়ে বিষ মিশ্রিত করার ষড়যন্ত্র করেছিল বলে বাদশাহ সন্দেহ করেছিলেন।

সুরাবাহী লোকটি স্বপ্নে দেখল যে, সে যেন আঙ্গুরের রস নিংড়াচ্ছে। অপর ব্যক্তি বলল : 'আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখী এসে তা থেকে খাচ্ছে।' অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, প্রকৃতপক্ষে তারা উভয়েই এই স্বপ্নই দেখেছিল এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা ইউসুফের (আঃ) নিকট জানতে চেয়েছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা কোন স্বপ্নই দেখেনি। ইউসুফকে (আঃ) পরীক্ষা করার জন্যই শুধু তারা তাঁর কাছে মিথ্যা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিল।

৩৭। ইউসুফ বলল : তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা আসার পূর্বে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দিব, আমি যা তোমাদেরকে বলব তা আমার রাব্ব আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা হতে বলব, যে সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস করেনা ও পরলোকে অবিশ্বাসী হয় আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি।

৩৭. قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بَتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٓ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

৩৮। আমি আমার পিতৃ পুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের মতবাদ অনুসরণ করি। আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের

৩৮. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا



কাজ নয়, এটা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।

كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

**স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার আগে ইউসুফ (আঃ)**

**কারাবন্দীদ্বয়কে তাওহীদের দাওয়াত দেন**

ইউসুফ (আঃ) তাঁর দু'জন কয়েদী সঙ্গীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন : ‘আমি তোমাদের স্বপ্নের সঠিক তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা জানি। তা বর্ণনা করতে আমি মোটেই কার্পণ্য করবনা। তোমাদের কাছে খাদ্য আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে তা বলে দিব।’ ইউসুফের (আঃ) এই অঙ্গীকার প্রদানের দ্বারা বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, তিনি একাকীত্বের কয়েদে ছিলেন। খাওয়ার সময় খুলে দেয়া হত এবং তখন পরস্পর মিলিত হতে পারতেন।

তারপর ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে বলেন : ‘আমাকে এই বিদ্যা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে দান করা হয়েছে। কারণ এই যে, আমি ঐ কাফিরদের ধর্ম ত্যাগ করেছি যারা আল্লাহকে মানেনা এবং পরকালকেও বিশ্বাস করেনা। আমি আল্লাহর রাসূলদের সত্য দীনকে মেনে নিয়েছি এবং তাঁরই অনুসরণ করছি। স্বয়ং আমার পিতা ও দাদা আল্লাহর রাসূল ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকুব (আঃ)। প্রকৃতপক্ষে য়াঁরাই সরল সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন, হিদায়াতের অনুসারী হন, আল্লাহর রাসূলদের আনুগত্যকে অপরিহার্যরূপে ধারণ করেন এবং ভ্রান্ত পথ হতে মুখ ফিরিয়ে নেন, আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের অন্তরকে আলোকিত করেন, বক্ষকে পরিপূর্ণ করেন, বিদ্যা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ভূষিত করেন। তাঁদেরকে ভাল লোকদের নেতা বানিয়ে দেন। তাঁরা জগতবাসীকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করেন। ইউসুফ (আঃ) বলেন :

كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ

আমরা যখন সরল সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছি, তাওহীদের জ্ঞান লাভ করেছি, শিরকের পাপ থেকে রক্ষা পেয়েছি, তখন আমাদের জন্য এটা কিরূপে শোভনীয় হতে পারে যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করব? এই তাওহীদ, এই সত্য দীন এবং এই আল্লাহর একাত্ববাদের সাক্ষ্য, এটা আল্লাহর একটা বিশেষ অনুগ্রহ, যাতে শুধু আমরা নই, বরং আল্লাহর অন্যান্য মাখলুকও এর অন্তর্ভুক্ত। আমরা শুধু এটুকু শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছি যে, আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী এসেছে এবং জনগণের কাছে আমরা এই অহী বা প্রত্যাদেশ পৌঁছে দিয়েছি।

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ। তারা

সেই বড় নি'আমাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা, যে নি'আমাত মহান আল্লাহ রাসূলদের মাধ্যমে তাদেরকে প্রদান করেছেন।

بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনা যারা আল্লাহর অনুগ্রহের পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয়ে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ২৮) এই নি'আমাতের শুকরিয়া আদায়ের পরিবর্তে তারা এর সাথে কুফরী করছে। ফলে তারা নিজেদের সঙ্গীদেরসহ ধ্বংসের ঘরে স্থান করে নিচ্ছে।

৩৯। হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু রাকব শ্রেয়, নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?

٣٩. يَصْصَحِي السَّجْنَءَ أَرْبَابُ

مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ

الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ

৪০। তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু কতকগুলি নামের ইবাদাত করছ, যে নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও

٤٠. مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا

أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ

তোমরা রেখেছ, এইগুলির  
কোন প্রমাণ আল্লাহ  
পাঠাননি। হুকুম (বিধান)  
দেয়ার অধিকার শুধু  
আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ  
দিয়েছেন যে, তোমরা  
শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাত  
করবে, আর কারও ইবাদাত  
করবেনা; এটাই সরল সঠিক  
দীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ  
এটা অবগত নয়।

وَأَبَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ  
سُلْطَانٍ إِنْ أَلْحَمَّكُمْ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ  
إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ  
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

### কিভাবে তাওহীদের দা'ওয়াত দিতে হবে

ইউসুফের (আঃ) কারা-সঙ্গীদ্য তাঁর কাছে এলে তিনি তাদের তাওহীদের দা'ওয়াত দেন এবং শিরক করা হতে ও বিভিন্ন মূর্তি পূজা করা হতে বিরত থাকতে বলেন। তিনি বলছেন : **أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ**। সেই এক আল্লাহ যিনি সকল বস্তুর উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যার সামনে সমস্ত মাখলুক নত, অক্ষম ও শক্তিহীন, যার কোন অংশীদার নেই, সব কিছুই উপর যার রাজত্ব ও আধিপত্য তিনিই উত্তম, নাকি তোমাদের কাল্পনিক দুর্বল ও অপদার্থ বহু উপাস্য উত্তম? এরপর তিনি বলেন : 'তোমরা যেগুলির পূজাঅর্চনা করছ সেগুলি একেবারে ভিত্তিহীন। এই নামগুলি এবং এগুলির ইবাদাত শুধু তোমাদের মনগড়া। তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও তাদের পূর্ব-পুরুষদের দেখাদেখি এ আচরণ করে আসছিল। কিন্তু এর কোন প্রমাণ তোমরা উপস্থিত করতে সক্ষম হবেনা।

**اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ** আল্লাহ তা'আলা এর কোন দলীল দুনিয়ায় তৈরীই করেননি। হুকুম, আধিপত্য, ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁরই ইবাদাত করার এবং তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করা হতে বিরত থাকার অকাট্য হুকুম দিয়ে রেখেছেন।

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ দীনে মুসতাকীম এটাই যে, আল্লাহর একাত্মবাদ ঘোষিত হবে, আমল ও ইবাদাত হবে একমাত্র তাঁরই জন্য এবং হুকুম চলবে শুধুমাত্র তাঁরই। এর উপর অসংখ্য দলীল প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়। এ কারণেই অধিকাংশ মানুষ শিরকের পথকিলে নিমজ্জিত হয়ে মূর্তি পূজায় রত রয়েছে।

وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৩)

তিনি স্বীয় কর্তব্য পালন করলেন এবং আল্লাহর আহকামের দাওয়াতের কাজ শেষ করে তাদের স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা করতে শুরু করেন।

৪১। হে আমার কারা সঙ্গীদয়! তোমাদের একজনের ব্যাপার এই যে, সে তার প্রভুকে মদ পান করাবে এবং অপর সম্বন্ধে কথা এই যে, সে শুলবিদ্ধ হবে; অতঃপর তার মস্তক হতে পাখী আহার করবে, যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

٤١. يَصْلِحِي السَّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ

### কারাবন্দীদয়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান

এরপর আল্লাহর মনোনীত বান্দা ইউসুফ (আঃ) তাঁর কারা-সঙ্গীদয়কে তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেন। কিন্তু কার স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি তা তিনি নির্দিষ্ট করে বলে দেননি যাতে তাদের একজন দুঃখিত না হয় এবং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর বোঝা তার উপর চেপে না বসে। বরং তিনি অস্পষ্টভাবেই তাদেরকে বললেন : ‘তোমাদের মধ্যে একজন বাদশাহর সুরা পরিবেশনকারী নিযুক্ত হবে।’ এটা আসলে ঐ

ব্যক্তির স্বপ্নের তাৎপর্য ছিল, যে নিজেকে আঙ্গুরের রস নিংড়াতে দেখেছিল। আর যে ব্যক্তি নিজের মাথার উপর রুটি দেখেছিল তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা তিনি এই দিলেন যে, তাকে শূলবিদ্ধ করা হবে এবং পাখি তার মাথার মগজ খাবে। এরপর তিনি বলেন : ‘এটা কিম্বদন্তি হয়েই যাবে। কেননা যে পর্যন্ত স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা করা না হয় সেই পর্যন্ত তা লটকানো অবস্থায় থাকে। আর যখন তার ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়ে যায় তখন তা সংঘটিত হয়েই পড়ে।’

শাউরী (রহঃ) বলেন : ইমরান ইবনুল কা'কা (রহঃ) বর্ণনা করে যে, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, স্বপ্নের তাৎপর্য শোনার পর তারা উভয়ে বলেছিল : ‘আমরা আসলে কোন স্বপ্নই দেখিনি।’ তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন : **فُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ** এখন তোমাদের প্রশ্ন অনুযায়ী এর ফল সংঘটিত হয়েই যাবে। (তাবারী ১৬/১০৮) এর দ্বারা জানা গেল যে, কেহ যদি অযথা স্বপ্নের কথা বলে এবং তার তাৎপর্যও বলে দেয়া হয় তখন তার প্রকাশ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

মুআবিয়া ইব্ন হায়দা' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘স্বপ্ন পাখীর পায়ের উপর থাকে (অর্থাৎ উদ্ভূত অবস্থায় থাকে), যে পর্যন্ত না ওর তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। অতঃপর যখন ওর তাৎপর্য বর্ণনা করা হয় তখন তা সংঘটিত হয়ে যায়।’ (আহমাদ ৪/১০)

৪২। ইউসুফ তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করল, তাকে বলল : তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বল; কিন্তু শাইতান তাকে তার প্রভুর কাছে তার বিষয়ে বলার কথা ভুলিয়ে দিল। সুতরাং ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রইল।

٤٢. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

## বাদশাহর মদ পরিবেশনকারীকে ইউসুফ (আঃ) বাদশাহর কাছে তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার কথা বললেন

ইউসুফ (আঃ) যার স্বপ্নের তাৎপর্য অনুযায়ী স্বীয় ধারণায় জেলখানা হতে মুক্তি পাবেন বলে মনে করেছিলেন তাকে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ বাবুটির অগোচরে গোপনে বলেছিলেন যে, সে যেন বাদশাহর সামনে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করে। কিন্তু লোকটি তাঁর এ কথাটি সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। এটাও ছিল শাইতানেরই চক্রান্ত। এ কারণে ইউসুফকে (আঃ) কয়েক বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছিল।

সুতরাং সঠিক কথা এটাই যে, فَانْسَاهُ এর ‘ও’ সর্বনামটি মুক্তিপ্রাপ্ত লোকটির দিকেই প্রত্যাবর্তিত। মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন এ কথা বলেছেন। (তাবারী ১৬/১১৩)

মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন যে, بَضْعُ শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (তাবারী ১৬/১১৫) অহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আইউব (আঃ) সাত বছর যাবৎ রোগে ভুগেছিলেন, ইউসুফ (আঃ) সাত বছর কারাগারে অবস্থান করেছিলেন এবং বাখ্তে নাসারের শাস্তিও সাত বছর ধরে চলেছিল। (তাবারী ১৬/১১৪)

৪৩। বাদশাহ বলল : আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি স্থলকায় গাভী, ওগুলিকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং অপর সাতটি শুষ্ক। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তাহলে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।

٤٣. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَةٍ<sup>ط</sup> يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

৪৪। তারা বলল : এটা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা

٤٤. قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ وَمَا

এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই।	<p>حُنُ بَتَّاءِيلِ اَلَّا حَلِمَ بِعَلَمِينَ</p>
৪৫। দু'জন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে তার স্মরণ হলে সে বলল : আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দিব, সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠিয়ে দাও।	<p>৫৫. وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ</p>
৪৬। সে বলল : হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, ওগুলিকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিন, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং যাতে তারা অবগত হতে পারে।	<p>৫৬. يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ</p>
৪৭। ইউসুফ বলল : তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা শস্য সংগ্রহ করবে; তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা আহার করবে, তা ব্যতীত সমস্ত শস্য শীষ সমেত রেখে দিবে।	<p>৫৭. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ</p>
৪৮। এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর; এই সাত বছর	<p>৫৮. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ</p>

<p>৪৯। এবং এরপর আসবে এক বছর, সেই বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সেই বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।</p>	<p>٤٩. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ</p>

### মিসরের বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখলেন

আল্লাহ তা'আলা এটা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন যে, ইউসুফ (আঃ) অত্যন্ত মর্যাদা, সম্মানজনক ও পবিত্রতার সাথে কারাগার হতে বের হয়ে আসবেন। এ জন্যই মহান আল্লাহ এই কারণ বানিয়ে দিলেন যে, মিসরের বাদশাহ এক স্বপ্ন দেখলেন, যার ফলে তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। তিনি সমস্ত সভাসদ, রাজপুত্র, ধর্ম যাজক এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীদেরকে একত্রিত করেন। তাদের সামনে তিনি নিজের স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন এবং ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। কিন্তু কেহই কিছু বুঝলনা এবং সবাই অপারগ হয়ে এটাকে এড়িয়ে যেতে চাইল। তারা বলল :

أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ এটা কোন ব্যাখ্যা যোগ্য স্বপ্ন নয়। এটা শুধু এলোমেলো খেয়াল মাত্র। আমরা এগুলির ব্যাখ্যা জানিনা। ঐ সময় শাহী সুরা পরিবেশনকারীর ইউসুফের (আঃ) কথা মনে পড়ে গেল। এতদিন শাইতান তাকে ঐ কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। এই দীর্ঘদিন পরে তার সেই কথা স্মরণ হল। সে দরবারের সবার সামনে এসে বাদশাহকে বলল : 'এই স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা জানার আপনাদের আগ্রহ থাকলে আমাকে কারাগারে ইউসুফের (আঃ) কাছে হাযির হওয়ার অনুমতি দিন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করব।' সবাই তার প্রস্তাবে সম্মত হল এবং তাকে ইউসুফের (আঃ) নিকট পাঠিয়ে দিল।

দরবারের লোকদের কাছে অনুমতি নিয়ে লোকটি ইউসুফের (আঃ) নিকট হাযির হল এবং বলল : يٰٓوَسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتَنَا হে সত্যবাদী ইউসুফ! বাদশাহ এই ধরনের একটি স্বপ্ন দেখেছেন এবং এর ব্যাখ্যা জানতে তিনি খুবই আগ্রহী।



## ইউসুফ (আঃ) বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন

ইউসুফ (আঃ) তাকে কোন ভরসনা করলেননা যে, সে কেন এতদিন পর্যন্ত তাঁর কথা ভুলে গিয়েছিল এবং বাদশাহর সামনে তাঁর কথা আলোচনা করেনি। তিনি বাদশাহর কাছে এ আবেদনও করেননি যে, তাঁকে আগে কারাগার হতে মুক্তি দেয়া হোক! তিনি তার কাছে কোন আশা প্রকাশও করলেননা এবং তাকে দোষারোপও করলেননা, বরং বিনা বাক্য ব্যয়ে বাদশাহর স্বপ্নের পূর্ণ তাৎপর্য বর্ণনা করলেন এবং তার কি করণীয় তাও জানিয়ে দিলেন। সাতটি স্থূলকায় গাভী দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, সাত বছর পর্যন্ত প্রয়োজন মোতাবেক বরাবর বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকবে। গাছে খুবই ফল ধরবে এবং জমিতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। সাতটি সবুজ শীষ দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই। গাভী ও বলদকেই হালে জুড়ে দেয়া হয় এবং ওগুলি দ্বারাই জমিতে চাষ করা হয়। তাই এর দ্বারা ৭টি বছর বলে দেয়া হয়েছে। তিনি এও বলে দিলেন যে, ঐ সাত বছর যে ফসল উৎপন্ন হবে তা সঞ্চিত সম্পদ হিসাবে জমা করে রাখতে হবে এবং সেগুলিকে রাখতে হবে শীষসহ যাতে পঁচে না যায় এবং খারাপ ও নষ্ট না হয়। শুধু খাবারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু ওর থেকে গ্রহণ করতে হবে। এই সাত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরই দুর্ভিক্ষ শুরু হবে এবং এই দুর্ভিক্ষ পর্যায়ক্রমে সাত বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে। বৃষ্টিও হবেনা এবং ফসলও ফলবেনা। সাতটি শীর্ণকায় গাভী দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। এই সময়ে তোমরা তোমাদের জমাকৃত সাত বছরের শীষযুক্ত ফসল হতে খেতে থাকবে। জেনে রেখ, পরবর্তী সাত বছরে মোটেই ফসল উৎপন্ন হবেনা। বরং তোমাদের পূর্বের সাত বছরের জমাকৃত ফসল হতেই খেতে হবে। তোমরা বীজ বপণ করবে বটে, কিন্তু শস্য মোটেই উৎপন্ন হবেনা। তিনি স্বপ্নের পূর্ণ ব্যাখ্যা দানের পর এই সুসংবাদও প্রদান করলেন যে, দুর্ভিক্ষের সাতটি বছরের পর যে বছরটি আসবে তা বড়ই বারাকাতময় বছর হবে। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হবে এবং যথেষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হবে। ফলে সংকীর্ণতা দূর হয়ে যাবে। লোকেরা অভ্যাসগতভাবে যাইতুন প্রভৃতির তেল বের করবে এবং অভ্যাস অনুযায়ী আগুরের রস নিংড়াতে থাকবে।

৫০। বাদশাহ বলল : তোমরা  
ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে  
এসো। যখন দূত তার কাছে  
উপস্থিত হল তখন সে বলল :

۵۰. وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِي بِهِ-  
فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ

তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে  
যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর :  
যে নারীরা তাদের হাত কেটে  
ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি?  
আমার রাব্ব তাদের ছলনা  
সম্যক অবগত ।

أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا  
بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ  
أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ

৫১। বাদশাহ নারীদেরকে বলল  
: যখন তোমরা ইউসুফ হতে  
অসৎ কাজ কামনা করেছিলে  
তখন তোমাদের কি হয়েছিল?  
তারা বলল : অদ্ভুত আল্লাহর  
মাহাত্ম্য! আমরা তার মধ্যে  
কোন দোষ দেখিনি। আযীযের  
স্ত্রী বলল : এক্ষণে সত্য প্রকাশ  
হয়ে গেল, আমিই তার হতে  
অসৎ কাজ কামনা করেছিলাম,  
সেতো সত্যবাদী ।

৫১. قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ  
رَأَوْتُنَّ يُوسُفَ عَنِ نَفْسِهِ ۚ  
قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا  
عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ ۚ قَالَتْ أَمْرَأْتُ  
الْعَزِيزِ الْاَيْمَنَ حَصَّصَ الْحَقُّ  
أَنَا رَأَوْتُهُ عَنِ نَفْسِهِ ۚ وَإِنَّهُ  
لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ

৫২। সে বলল : আমি এটা  
বলেছিলাম যাতে সে জানতে  
পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে  
আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা  
করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাস  
ঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল  
করেননা ।

৫২. ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمْ اُخْنِهِ  
بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِی  
كَيْدَ الْخٰیطِیْنَ

## ইউসুফ (আঃ) এবং আযীযের স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলাদের বিষয়টির ব্যাপারে বাদশাহ তদন্ত করলেন

আল্লাহ তা'আলা বাদশাহ সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, বাদশাহর স্বপ্নের তাৎপর্য জেনে নেয়ার পর যখন রাজদূত ইউসুফের (আঃ) নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করল এবং বাদশাহকে সমস্ত ঘটনা অবহিত করল তখন বাদশাহ তাঁর ঐ স্বপ্নের তাৎপর্য শুনে খুবই খুশি হন এবং এটাই যে তাঁর স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা তা তিনি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করেন। তিনি এটাও বুঝতে পারলেন যে, ইউসুফ (আঃ) একজন বড় বিদ্বান ও সম্মানিত ব্যক্তি। স্বপ্নের ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তিনি জনগণের শুভাকাংখী হবেন। তাঁর কোন লোভ নেই। তাঁর সাথে স্বয়ং সাক্ষাৎ করার জন্য বাদশাহর খুবই আগ্রহ হল। তৎক্ষণাৎ তিনি দূতকে বললেন : **اَتُونِي بِهِ** যাও এখনই ইউসুফকে (আঃ) কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো। সুতরাং পুনরায় দূত কারাগারে গিয়ে ইউসুফের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ করল এবং বাদশাহর বার্তা তাঁকে শুনিয়ে দিল। তখন তিনি বললেন : 'আমি এখান থেকে বের হবনা যে পর্যন্ত না মিসরের বাদশাহ এবং তাঁর সভাসদবর্গ আমার নিরপরাধীতা স্বীকার করেন এবং আযীযের স্ত্রী সম্পর্কে যে দোষ আমার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তা অসত্য এ কথা মেনে নেন।

এর মাধ্যমে তিনি সবাইকে জানাতে চেয়েছেন যে, এত বছর তাঁকে যে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে তা ছিল অন্যায়, অযৌক্তিক; কোন অপরাধের কারণে তা হয়নি।

মুসনাদ এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইউসুফের (আঃ) ধৈর্য এবং তাঁর সৌজন্য ও ভদ্রতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন : ইবরাহীম (আঃ) অপেক্ষা আমরাই সন্দেহ করার ব্যাপারে বেশি হকদার। ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন :

**رَبِّ اَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى**

হে আমার রাব্ব! আপনি কিরূপে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে প্রদর্শন করুন। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৬০) আল্লাহ তা'আলা লূতের (আঃ) উপর রহম করুন! তিনি কোন শক্তিশালী দল বা কোন মযবূত দুর্গের আশ্রয়ে আসতে চেয়েছিলেন। জেনে রেখ যে, ইউসুফ (আঃ) যতদিন জেলখানায় অবস্থান

করেছিলেন, আমি যদি সেখানে ততদিন অবস্থান করতাম, অতঃপর দূত আমার কাছে আমার মুক্তির প্রস্তাব নিয়ে আসতো তাহলে আমি অবশ্যই তার প্রস্তাব (বিনা শর্তে) কবুল করতাম। (আহমাদ ২/৩২৬, ফাতহুল ৮/২১৬, মুসলিম ১/১৩৩)

এই فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ... الخ মুসনাদ আহমাদে আয়াতের তাফসীরে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘যদি আমি হতাম তাহলে তৎক্ষণাৎ দূতের কথা মেনে নিতাম এবং কোন ওজর অনুসন্ধান করতামনা।’ (আহমাদ ২/৩৪৬)

এবার বাদশাহ ঘটনার সত্যাসত্য নিরূপণ করতে শুরু করলেন। যে মহিলাদেরকে আযীযের স্ত্রী দা‘ওয়াত করেছিল এবং যারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল তাদেরকে তিনি ডেকে পাঠান এবং স্বয়ং তাঁর স্ত্রীকেও দরবারে ডাকিয়ে নেন। অতঃপর তিনি ঐ মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করেন : ‘যিয়াফতের দিনের ব্যাপারটা আমাকে বর্ণনা করা।’

মহিলারা তখন সমস্বরে বলে উঠল : قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ আল্লাহর মাহাত্ম্য অদ্ভুত বটে! আমরা আজ এটা অকপটে স্বীকার করছি যে, ইউসুফের (আঃ) কোনই অপরাধ ছিলনা। তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছিল সবই তাঁর উপর অপবাদ ছিল। আল্লাহর শপথ! আমরা খুব ভাল রূপেই জানি ইউসুফ (আঃ) সম্পূর্ণ নির্দোষ।

এ সময় আযীযের স্ত্রীও বলে উঠল : قَالَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ সত্য শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েই গেল। (তাবারী ১৬/১৩৮) আমি আজ স্বয়ং স্বীকার করছি যে, আমিই ইউসুফকে (আঃ) কুকাজের দিকে আহ্বান করেছিলাম। ঐ সময় তিনি যা বলেছিলেন ওটাই সত্য ছিল। অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন : ‘এই মহিলাই আমাকে তার দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে সত্যবাদী। আজ আমি দ্বিধাহীন চিন্তে নিজের অপরাধ স্বীকার করছি, যাতে আমার স্বামীও আশ্বস্ত হন যে, আমিও প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্যাপারে কোন খিয়ানাত করিনি। ইউসুফের (আঃ) পবিত্রতার কারণে আমার দ্বারা কোন দুষ্কার্য সাধিত হয়নি। আমি এই যুবককে কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। ব্যভিচার থেকে মহান আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। আমি এ অপরাধ থেকে নিজেকে মুক্ত করিনা, কারণ

কোন হৃদয়ই যৌন কামনা/প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়। সেই কারণেই আমার মধ্যেও কু-কর্মের ইচ্ছা জেগেছিল।

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْخَائِنِينَ এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য যে, বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র আল্লাহ সফল করেননা, বরং তিনি তা বানচাল করে দেন।

### দ্বাদশ পারা সমাপ্ত।

৫৩। আমি নিজকে নির্দোষ মনে করিনা, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্ম-প্রবণ। কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার রাব্ব অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয়ই আমার রাব্ব অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

৫৩. وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ  
النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا  
رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

আযীযের স্ত্রী বলেছিল : ‘আমি আমার নাফসকে পবিত্র বলছিনা এবং না তাকে সর্বপ্রকারের অপরাধ হতে মুক্ত মনে করছি। নাফসের মধ্যেতো সব রকমের খারাপ খেয়াল এবং অবৈধ আকাংখা বাসা বেঁধে থাকে। ওটা সব সময় খারাপ কাজ করতে উত্তেজিত করে। এ জন্যই আমি নাফসের প্রতারণায় পড়ে ইউসুফকে (আঃ) আমার ফাঁদে ফেলার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমার ফাঁদে পড়েননি। কেননা নাফস খারাপ কাজ করতে উত্তেজিত করে বটে, কিন্তু তাকে পারেনা যার প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার করুণা বর্ষিত হয়। নিশ্চয়ই আমার রাব্ব অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।’ এটা আযীযের স্ত্রীরই উক্তি। এ উক্তিটিই বেশি প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। ঘটনার পূর্বাপর বর্ণনা দ্বারাও এই উক্তিটি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। অর্থের দিক দিয়েও এটাই সঠিক বলে মনে হয়। এটাকেই ইমাম রাযী (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবুল আব্বাস ইব্ন তাইমিয়াতো (রহঃ) এ ব্যাপারে একটি পৃথক কিতাবই রচনা করেছেন এবং সেখানে এই উক্তিটিরই পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে। কিন্তু কতগুলি লোক এ কথাও বলেছেন যে, এটা ইউসুফের (আঃ) উক্তি (অর্থাৎ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ হতে غَفُورٌ رَحِيمٌ পর্যন্ত) যার ভাবার্থ হল, ইউসুফ (আঃ) বললেন : ‘যাতে মিসরের আযীয জানতে পারেন যে, তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারে আমি তাঁর অনুপস্থিতিতে কোন খিয়ানাত করিনি’ (শেষ পর্যন্ত)। ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এই উক্তি ছাড়া আর কোন উক্তি

বর্ণনাই করেননি। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই (অর্থাৎ আযীযের স্ত্রীর উক্তি) অধিকতর সঠিক, দৃঢ় এবং স্পষ্ট। কেননা পরবর্তী উক্তিটির শেষাংশ আযীযের স্ত্রীরই উক্তি বটে, যা সে বাদশাহর কাছে বর্ণনা করেছিল এবং ইউসুফ (আঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেননা, (বরং ঐ সময় তিনি জেলখানায় ছিলেন)। ঐ সব কথোপকথনের পর বাদশাহ তাঁকে ডেকে পাঠান।

<p>৫৪। বাদশাহ বলল : ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি তাকে একান্ত সহচর নিযুক্ত করব। অতঃপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল তখন বাদশাহ বলল : আজ তুমি আমাদের কাছে মর্যাদাবান ও বিশ্বাস ভাজন হলে।</p>	<p>٥٤. وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِي بِهِ ۖ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ</p>
<p>৫৫। সে বলল : আমাকে কোষাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন। নিশ্চয়ই আমি উত্তম সংরক্ষণকারী, অতিশয় জ্ঞানবান।</p>	<p>٥٥. قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ</p>

### মিসরের বাদশাহ ইউসুফকে (আঃ) উচ্চ মর্যাদা প্রদান করলেন

ইউসুফ (আঃ) বাদশাহর কাছে নিরপরাধ প্রমাণিত হন এবং তিনি অত্যন্ত খুশি হন এবং দূতকে বলেন : **إِئْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي** : ইউসুফকে (আঃ) আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাঁকে আমার বিশিষ্ট পরামর্শদাতাদের মধ্যে গণ্য করব। বাদশাহ যখন তাঁর অতুলনীয় রূপলাবণ্য লক্ষ্য করলেন, তাঁর মুখের মধুমাখা কথা শুনলেন এবং তাঁকে মহৎ চরিত্রের অধিকারী পেলেন তখন তিনি আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ হতে বেরিয়ে এলো : **إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ** : আজ আপনি আমাদের কাছে একজন সম্মানিত, বিশ্বস্ত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি।

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ইউসুফ (আঃ) তখন নিজের জন্য একটি জনসেবা মূলক কাজ পছন্দ করলেন এবং নিজেকে ঐ কাজের যোগ্য ব্যক্তি বলে মত প্রকাশ করলেন। মানুষের জন্য এটা বৈধও বটে যে, যখন সে অপরিচিত লোকদের মধ্যে অবস্থান করবে তখন প্রয়োজনের সময় তাদের সামনে নিজের যোগ্যতার কথা বর্ণনা করবে। বাদশাহর স্বপ্নের তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর কাছে এই আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন যে, যমীন হতে উৎপাদিত শস্যের যা কিছু জমা করা হবে তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাঁরই উপর যেন অর্পণ করা হয়। তাহলে সেগুলি তিনি বিশ্বস্ততার সাথে হিফাযাত করবেন এবং নিজের জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করবেন। এর ফলে দুর্ভিক্ষের বিপদের সময় মানুষ পুরাপুরিভাবে উপকার লাভ করবে। বাদশাহর অন্তরে তাঁর সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার ছাপ পড়েই গিয়েছিল। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি তার আবেদন মঞ্জুর করেন।

৫৬। এভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। সে সেই দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি, আর আমি সৎ কর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করিনা।

۵۶. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

৫৭। যারা মু'মিন ও মুত্তাকী তাদের পরকালের পুরস্কারই উত্তম।

۵۷. وَلَا أَجْرُ إِلَّا خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

### মিসরে ইউসুফের (আঃ) শাসন কায়েম

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا ۚ حَيْثُ يَشَاءُ এভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। সে সেই

দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। মিসরে ইউসুফ (আঃ) এত উন্নতি লাভ করেন যে, সুদী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামের (রহঃ) মতে নিজের ইচ্ছামত যে কোন কাজ করার তিনি অধিকার ও স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। (তাবারী ১৬/১৫১, ১৫২) আল্লাহর কি মহিমা! যে ইউসুফ (আঃ) এত দিন জেলের নির্জন কক্ষে বসবাস করছিলেন তিনি আজ রাষ্ট্রের অধিনায়ক। আজ তাঁর যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার রয়েছে। (তাবারী ১৬/১৫১)

أَمِي يُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نُّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি, আর আমি সৎ কর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করিনা। সত্যিই আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে ইচ্ছামত করণার অংশ দান করেন। ধৈর্যশীলরা অবশ্যই ধৈর্যের ফল পেয়ে থাকেন। তিনি ভাইদের দেয়া কষ্ট সহ্য করেছেন, আল্লাহর নাফরমানি থেকে বাঁচার জন্য মিসরের আযীযের স্ত্রীর অপ্রীতিভাজন হয়েছেন এবং জেলখানার কষ্ট সহ্য করেছেন। ফলে আল্লাহর করুণা উথলে উঠেছে এবং তিনি ধৈর্যের ফল প্রাপ্ত হয়েছেন। সৎকর্মশীলদের সৎকর্ম কখনও বিফলে যায়না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَلَآجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ এভাবেই ঈমানদার ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা ও অধিক সাওয়াবের অধিকারী হবেন। এখানে তাঁরা যা পেলেন পরকালে এর চেয়ে বহুগুণ বেশি পাবেন। সুলাইমান (আঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ স্বীয় পবিত্র কিতাবে বলেন :

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَإِنَّ لَهُدْ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ

وَحُسْنِ مَّكَابٍ

এসব আমার অনুগ্রহ, এটা তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এ জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবেনা এবং আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। (সূরা সাদ, ৩৮ : ৩৯-৪০)

মোট কথা, মিসরের বাদশাহ রাইয়ান ইব্ন ওয়ালাদ মিসর সাম্রাজ্যের মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব ইউসুফকে (আঃ) অর্পণ করেন। ইতোপূর্বে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ঐ মহিলাটির স্বামী যে তাঁকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল। তিনিই



তাকে ক্রয় করেছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, শেষ পর্যন্ত মিসরের বাদশাহ তাঁর হাতে ঈমান আনেন।

<p>৫৮। ইউসুফের ভাইয়েরা এলো এবং তার নিকট উপস্থিত হল। সে তাদেরকে চিনল, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারলনা।</p>	<p>৫৮. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ</p>
<p>৫৯। আর সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল তখন সে বলল : তোমরা আমার নিকট তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে এসো; তোমরা কি দেখছনা যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিই? এবং আমি উত্তম মেসবান?</p>	<p>৫৯. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُّونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبَائِكُمْ ؕ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ</p>
<p>৬০। কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার নিকট নিয়ে না আস তাহলে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন বরাদ্দ থাকবেনা এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হবেনা।</p>	<p>৬০. فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ ۖ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ</p>
<p>৬১। তারা বলল : ওর বিষয়ে আমরা ওর পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং আমরা নিশ্চয়ই এটা করব।</p>	<p>৬১. قَالُوا سَنُرَوِّدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ</p>
<p>৬২। ইউসুফ তার ভ্রাতাদেরকে বলল : তারা যে পণ্য মূল্য</p>	<p>৬২. وَقَالَ لِفَتَيَيْنِهِ اجْعَلُوا</p>

দিয়েছে তা তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও, যাতে স্বজনদের কাছে প্রত্যাবর্তনের পর তারা বুঝতে পারে যে, ওটা প্রত্যর্পন করা হয়েছে, তা হলে তারা পুনরায় আসতে পারে।

بِضَعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ  
يَعْرِفُونَهَا إِذَا أُنْقَلِبُوا إِلَى  
أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

### ইউসুফের (আঃ) ভাইদের মিসরে আগমন

সুন্দী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) প্রভৃতি মুফাসসিরগণ ইউসুফের (আঃ) ভাইদের মিসরে গমনের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইউসুফ (আঃ) মিসরের উষীর নিযুক্ত হওয়ার পর সাত বছর পর্যন্ত প্রচুর পরিমান খাদ্য শস্য জমা করেন। এরপরে যখন সাধারণভাবে দুর্ভিক্ষ শুরু হয় এবং জনগণ এক একটি দানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ফিরতে থাকে তখন তিনি অভাবীদেরকে দান করতে শুরু করেন। এই দুর্ভিক্ষ মিসরের এলাকা ছাড়াও কিনআ'ন ইত্যাদি শহরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ইউসুফ (আঃ) বিদেশী লোকদেরকে, একটি উট বহন করতে পারে এমন পরিমান খাদ্য এক এক জনের জন্য এক বছরের খাদ্য হিসাবে প্রদান করতেন। স্বয়ং তিনি ও বাদশাহ দিনে শুধুমাত্র একবার দুপুরের সময় দু' এক গ্রাস খাবার খেতেন এবং মিসরবাসীকে পেট পূরে খাওয়াতেন। সুতরাং ঐ যুগে মিসরবাসীদের জন্য ইউসুফ (আঃ) ছিলেন আল্লাহর রাহমাত স্বরূপ।

এখানে এই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরাও খাদ্য কেনার জন্য মিসরে আগমন করেছিল। তারা তাদের পিতার নির্দেশক্রমে মিসরে আগমন করেছিল। তারা অবগত হয়েছিল যে, মিসরের আযীয মালের বিনিময়ে খাদ্য প্রদান করে থাকেন। তাই তাদের পিতা দশজন ছেলেকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন এবং ইউসুফের (আঃ) সহোদর ভাই বিনইয়ামীনকে নিজের কাছে রেখেছিলেন, যাকে তিনি ইউসুফের (আঃ) পরে খুবই ভালবাসতেন।

তারা একটি ব্যবসায়িক দল নিয়ে মিসরে আগমন করে এ উদ্দেশ্যে যে, পন্যের বিনিময়ে তারা খাদ্য নিয়ে যাবে। যখন এই যাত্রীদল ইউসুফের (আঃ) নিকট পৌঁছে তখন তিনি এক নজর দেখেই তাদেরকে চিনে নেন। কিন্তু তাদের কেহই তাঁকে চিনতে পারেনি। কেননা বাল্যাবস্থায়ই তিনি তাদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। ভাইয়েরা তাঁকে সওদাগরদের নিকট বিক্রি করে দিয়েছিল।

তারপরে কি হল তা তারা কি করে জানবে? এটাতো ছিল কল্পনাভীত যে, যাকে তারা গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দিয়েছে তিনি আজ মিসরের আধীয হয়ে বসেছেন। সুদী (রহঃ) বলেন, এদিকে ইউসুফ (আঃ) এমনভাবে তাদের সাথে কথাবার্তা বলেন যে, তিনিই যে ইউসুফ (আঃ) এ ধারণাও তাদের অন্তরে স্থান পায়নি। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন : ‘আপনারা কিভাবে আমাদের দেশে এলেন?’ তারা উত্তরে বলল : ‘আপনি খাদ্য দান করে থাকেন এ খবর শুনেই আমরা আপনার রাজ্যে এসেছি।’ তিনি বলেন : ‘আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে যে, আপনারা হয়তো গুপ্তচর।’ তারা বলল : ‘আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমরা গুপ্তচর নই।’ তিনি জিজ্ঞেস করেন : ‘আপনাদের বাসস্থান কোথায়?’ তারা জবাবে বলল : ‘আমরা কিনআ’নের অধিবাসী। আমাদের পিতার নাম ইয়াকুব (আঃ), তিনি আল্লাহ তা‘আলার একজন নাবী।’ তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন : ‘আপনারা ছাড়া তাঁর আর কোন ছেলে আছে কি? তারা জবাবে বলল : ‘হ্যাঁ, আমরা বার (১২) ভাই ছিলাম। আমাদের মধ্যে যে ছিল সবচেয়ে ছোট এবং পিতার চোখের মণি সে মরুভূমিতে মারা গেছে। তারই এক সহোদর ভাই আছে। তাকে পিতা আমাদের সাথে পাঠাননি। তাকে তিনি নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। তারই মাধ্যমে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করে থাকেন।’ এরপর ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভৃত্যদের নির্দেশ দেন যে, তাদেরকে যেন সরকারী মেহমান মনে করা হয় এবং সম্মানজনক স্থানে তাদেরকে থাকার ব্যবস্থা করা হয় ও উত্তম খাবার খেতে দেয়া হয়।

অতঃপর তাদেরকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য শস্য দেয়া হল। ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে বললেন : ‘দেখুন! আপনাদের কথার সত্যতার প্রমাণ হিসাবে আপনাদের যে ভাইটিকে এবার সঙ্গে আনেননি, পরবর্তী সময়ে তাকে অবশ্যই সাথে নিয়ে আসবেন। আপনারাতো দেখতে পেয়েছেন যে, আমি আপনাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেছি এবং আপনাদের সম্মান প্রদর্শনে একটুও ত্রুটি করিনি।’ এভাবে তাদের উৎসাহ প্রদানের পর আবার সাবধানও করে দেন। তিনি বলেন :

فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونِ  
 আপনারা আপনাদের ঐ ভাইটিকে সঙ্গে না আনেন তাহলে খাদ্যের একটি দানাও আপনাদেরকে দেয়া হবেনা, এমনকি আপনাদেরকে আমার কাছেও আসতে দিবনা। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিল এবং বলল :

سُرَّوْدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ আমরা আমাদের পিতাকে বুঝিয়ে বলব এবং যে কোনভাবেই হোক, আমরা আমাদের ঐ ভাইটিকে সঙ্গে আনার চেষ্টা করব, যাতে আমরা বাদশাহর কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হই।

যখন ভাইয়েরা বিদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন তখন ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভৃত্যদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের বিনিময় হিসাবে যে সব আসবাবপত্র তারা এনেছে তা যেন তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এমন কৌশলে এটা করতে হবে যে, তারা যেন মোটেই টের না পায়। তাদের বস্তার মধ্যে ঐ আসবাবপত্রগুলি অতি সন্তুর্পণে ভরে দিতে হবে। সম্ভবতঃ এর একটি কারণ হচ্ছে : তাঁর মনে হল যে, যে সব আসবাব তারা খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের বিনিময় হিসাবে এনেছে সেগুলি যদি তিনি নিয়ে নেন তাহলে তাদের বাড়ীর অবস্থা কি হবে! আবার এটাও হতে পারে যে, তিনি পিতা ও ভাইদের নিকট থেকে খাদ্যের বিনিময় গ্রহণ করা সমীচীন মনে করেননি।

৬৩। অতঃপর যখন তারা তাদের পিতার নিকট ফিরে এলো তখন তারা বলল : হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সুতরাং আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা রসদ পেতে পারি, আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব।

٦٣. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

৬৪। সে বলল : আমি কি তোমাদেরকে ওর সম্বন্ধে সেইরূপ বিশ্বাস করব, যে রূপ বিশ্বাস পূর্বে তোমাদেরকে করেছিলাম ওর ভাইয়ের ব্যাপারে? আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি

٦٤. قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا

শ্রেষ্ঠতম দয়ালু।

وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

## ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা বিনইয়ামীনকে তাদের সাথে মিসর পাঠানোর জন্য ইয়াকুবের (আঃ) কাছে অনুরোধ করল

আল্লাহ তা'আলা ইউসুফের (আঃ) ভাইদের সম্পর্কে বলেন যে, তারা তাদের পিতার কাছে ফিরে যাবার পর তাদের পিতাকে বলল : قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَنَا الْكَيْلُ হে পিতা! এরপরে যদি আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে (বিনইয়ামীনকে) না পাঠান তাহলে আমাদেরকে আর খাদ্য দ্রব্য দেয়া হবেনা। যদি তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দেন তাহলে অবশ্যই আমরা রসদ পেয়ে যাব। আপনি তার সম্পর্কে নিশ্চিত থাকুন। আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। অন্য পঠনে يُكْتَلُ রয়েছে যার অর্থ হচ্ছে তার জন্যও আমরা বরাদ্দ পাব।

তাদের এ কথা শুনে তাদের পিতা ইয়াকুব (আঃ) বললেন :

هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمَنْتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ তোমরা এর সাথে ঐ ব্যবহারই করবে যে ব্যবহার ইতোপূর্বে তাঁর ভাইয়ের সাথে করেছিলে। তোমরা একে এখান থেকে নিয়ে যাবে এবং ফিরে এসে (তার হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে) বানিয়ে বানিয়ে বলবে। এরপর তিনি বলেন :

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন সর্বোত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ালুও বটে। তিনি আমাকে আমার এই বার্ষিক্য অবস্থায় অসহায় করবেননা। বরং তিনি আমার প্রতি দয়া করবেন এবং আমার ছেলে ইউসুফের (আঃ) জন্য আমি যে অত্যন্ত শোকার্ত হয়েছি তা তিনি অবশ্যই দূর করে দিবেন। তাঁর পবিত্র সন্তার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস রয়েছে যে, তিনি ইউসুফকে (আঃ) আমার নিকট অবশ্যই ফিরিয়ে দিবেন এবং মনের ব্যাকুলতা দূর করবেন। তাঁর কাছে কোন কাজই কঠিন নয় এবং তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করা হতে বিরত থাকবেননা।

৬৫। যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল তখন তারা দেখতে পেল,

۶۵. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ

৬৬। পিতা বলল : আমি ওকে কখনও তোমাদের সাথে পাঠাবনা যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবেই, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হয়ে না পড়। অতঃপর যখন তারা তার নিকট প্রতিজ্ঞা করল তখন সে বলল : আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ তার বিধায়ক।

৬৬. قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنِّي ۚ اللَّهُ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ تُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

### তারা তাদের বস্তার ভিতর তাদের অর্থকড়ি দেখতে পেল

আল্লাহ তা‘আলা বলছেন যে, ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা যখন তাদের মালপত্র খুলল তখন দেখল যে, তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। ঐগুলি ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদের বিদায়ের সময় তাদের বস্তার মধ্যে গোপনে ভরে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাড়ি গিয়ে যখন তারা বস্তা খুলে তখন

তাদের প্রদত্ত পণ্য মূল্য বস্তার মধ্যে দেখতে পায়। তা দেখে তাদের পিতাকে তারা বলল : قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بَضَاعَتَنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا হে আমাদের পিতা! আর কি চান? দেখুন! মিসরের আযীয আমাদেরকে আমাদের পণ্যমূল্য পর্যন্ত ফিরিয়ে দিয়েছেন, অথচ খাদ্য শস্য পুরাপুরি প্রদান করেছেন। (তাবারী ১৬/১৬২) আপনি এখন আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। আমরা আমাদের পরিবারের জন্য রসদও আনব এবং ভাইয়ের কারণে আরও এক উট বোঝাই খাদ্য পেয়ে যাব। কেননা মিসরের আযীয প্রত্যেককে এক উট বোঝাই খাদ্যই দিয়ে থাকেন। আর আপনি আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকে আমাদের সাথে পাঠানোর ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি করছেন কেন? আমরা পূর্ণভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। মিসরের বাদশাহর পক্ষে অতিরিক্ত প্রদান করা কোন ব্যাপারই নয়। এই ছিল পিতার সাথে তাদের আলাপ আলোচনা। ইয়াকুব (আঃ) তাদের এসব কথার জবাবে বলেন :

لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْتَقًا مِّنَ اللَّهِ নামে শপথ করে না বলবে যে, তোমরা তোমাদের এই ভাইকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে সেই পর্যন্ত আমি তাকে তোমাদের সাথে পাঠাতে পারিনা। তবে হ্যাঁ, যদি আল্লাহ না করুন তোমরা সবাই শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে যাও তাহলে সেটা অন্য কথা। এরপর ইয়াকুব (আঃ) বললেন :

اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ আমরা যা কিছু বলছি, আল্লাহ তার বিধায়ক। এ কথা বলে তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র বিনইয়ামীনকে তাঁদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কেননা ওটা ছিল দুর্ভিক্ষের সময়। কাজেই প্রয়োজনের তাগিদে বিনইয়ামীনকে তাদের সাথে পাঠানো ছাড়া কোন উপায় ছিলনা। (তাবারী ১৬/১৬৪)

৬৭। সে বলল : হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করনা, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারিনা। বিধান আল্লাহরই; আমি তাঁরই উপর

٦٧. وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ

নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা তাঁরই (আল্লাহরই) উপর নির্ভর করুক।

مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحَكْمَ  
إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ  
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

৬৮। যখন তারা, তাদের পিতা তাদেরকে যেভাবে আদেশ করেছিল সেভাবেই প্রবেশ করল, তখন আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে ওটা তাদের কোন কাজে এলোনা; ইয়াকুব শুধু তার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করেছিল এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল। কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।

٦٨. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ  
أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ  
يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ  
إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ  
قَضَاهَا ۗ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا  
عَلَّمَنَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
لَا يَعْلَمُونَ

### ইয়াকুব (আঃ) তাঁর ছেলেদেরকে মিসরের বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বললেন

ইবন আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইবন কা'ব (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, ইয়াকুবের (আঃ) মনে এই আশঙ্কা ছিল যে, তাঁর ছেলেদের উপর মানুষের কুদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হতে পারে। কেননা তারা সবাই ছিল সুশ্রী ও সুঠাম দেহের অধিকারী। এ কারণেই মিসরের পথে রওয়ানা হবার সময় ইয়াকুব (আঃ) তাদেরকে উপদেশ



দেন : **يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ** হে আমার প্রিয় পুত্রগণ! তোমরা সবাই একই দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করবেনা। বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। কেননা মানুষের কুদৃষ্টি লেগে যাওয়া সত্য। এটা ঘোড় সওয়ারকে ঘোড়ার উপর থেকে ফেলে দেয়। এর সাথে সাথেই তিনি বলেন :

**وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ** আমি জানি এবং আমার এ বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহ তা'আলার ফাইসালাকে কোন লোকই কোন তাদবীর দ্বারা বদলাতে পারেনা। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়েই থাকে। একমাত্র তাঁরই হুকুম কার্যকরী হয়। কে এমন আছে যে তাঁর ইচ্ছাকে তিল পরিমাণ বদলাতে পারে? কে আছে যে তাঁর ফরমানকে মূলতবী রাখতে পারে? তাঁর ফাইসালাকে ফেরাতে পারে এমন কে আছে? তাঁরই উপর আমার ভরসা। শুধু আমার উপরই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রত্যেকেরই তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত।

সুতরাং ইয়াকূবের (আঃ) পুত্রগণ তাদের পিতার উপদেশ মান্য করল এবং বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করল। এভাবে আল্লাহ তা'আলার ফাইসালাকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাদের ছিলনা। তবে হ্যাঁ, ইয়াকূব (আঃ) একটি প্রকাশ্য তাদবীর পূর্ণ করলেন, যেন তাঁর সন্তানরা কু-নয়র থেকে বাঁচতে পারেন। তিনি জ্ঞানী ছিলেন। **وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ** এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল, কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন জারীর (রহঃ) বলেন, তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত বিদ্যা ছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়।

৬৯। তারা যখন ইউসুফের সামনে হাযির হল তখন ইউসুফ তার (সহোদর) ভাইকে নিজের কাছে রাখল এবং বলল : আমিই তোমার (সহোদর) ভাই। সুতরাং তারা যা করত সেজন্য দুঃখ করনা।

٦٩. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ

ءَاوَىٰٓ إِلَىٰٓ أَخَاهُ ۖ قَالَ إِنِّي

أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ

## ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাই বিনইয়ামীনকে অনেক আদর-যত্ন করলেন

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা যখন তাঁর সহোদর ভাই বিনইয়ামীনসহ তাঁর নিকট উপস্থিত হল তখন তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে সরকারী মেহমানখানায় স্থান দেয়া হল। তিনি তাদের জন্য বিশেষ মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন এবং প্রচুর উপটোকন প্রদান করেন। ইউসুফ (আঃ) তাঁর সহোদর ভাই বিনইয়ামীনকে নিজের কাছে নির্জনে ডেকে নিয়ে বললেন : ‘আমি তোমার ভাই ইউসুফ (আঃ)। আল্লাহ তা‘আলা আমাকে এই মর্যাদা দান করেছেন। আমাদের (বৈমাত্রের) ভাইয়েরা আমার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করেছে সে জন্য তুমি দুঃখ করনা। এই প্রকৃত তথ্য তুমি ভাইদের কাছে প্রকাশ করনা। আমি যে কোন প্রকারেই হোক তোমাকে আমার কাছে রাখার চেষ্টা করছি।’

৭০। অতঃপর সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল তখন সে তার (সহোদর) ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে পানপাত্র রেখে দিল, অতঃপর এক ঘোষক উচ্চৈশ্বরে বলল : হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর।

۷۰. فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَيْتَهَا الْعِيرُ إِنْكُمْ لَسَرِقُونَ

৭১। তারা তাদের দিকে ফিরে তাকাল এবং বলল : তোমরা কি হারিয়েছ?

۷۱. قَالُوا وَقَبِّلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ

৭২। তারা বলল : আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি; যে ওটা এনে দিবে সে এক উট বোঝাই মাল পাবে এবং আমি ওর যামীন।

۷۲. قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا

بِهٖ زَعِيْمٌ

## কাছে রাখার উদ্দেশে ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাই বিনইয়ামীনের বস্তায় রৌপ্যের বাটি রেখে দিলেন

ইউসুফ (আঃ) যখন অভ্যাস মত তাঁর ভাইদেরকে এক একটি উট বোঝাই মাল দিতে লাগলেন এবং তাদের মালপত্র বোঝাই হতে লাগল তখন তিনি তাঁর চতুর ভৃত্যদেরকে গোপনে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন রৌপ্য নির্মিত শাহী পানপাত্রটি তাঁর সহোদর ভাই বিনইয়ামীনের বস্তার মধ্যে গোপনে রেখে দেয়। কারও কারও মতে পানপাত্রটি ছিল স্বর্ণ নির্মিত। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, ওতে পানি পান করা হত। (তাবারী ১৬/১৭২) পরবর্তী সময়ে ওর দ্বারাই খাদ্যদ্রব্য মেপে দেয়া হত বলে ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আবদুর রায়যাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৬/১৭৩) দুর্ভিক্ষের কারণে ওটা পানি পানের জন্য ব্যবহার করার পরিবর্তে শয্য মেপে দেয়ার কাজে ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছিল। শুবাহ (রহঃ) আবু বিশর (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, বাদশাহর বাটিটি ছিল রূপার তৈরী, তিনি ওটি দ্বারা পানি পান করতেন। (তাবারী ১৬/১৭৬) ইউসুফ (আঃ) নিজেই সবার অলক্ষ্যে ঐ বাটিটি বিনইয়ামীনের বস্তায় লুকিয়ে রাখেন।

অন্যত্র বলা হয়েছে, ইউসুফের (আঃ) নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর বুদ্ধিমান ভৃত্যরা ঐ পেয়ালাটি তাঁর ভাই বিনইয়ামীনের বস্তায় রেখে দিল। অতঃপর তাঁর লোকেরা ঘোষণা করে : أَيُّهَا الْعِرُّ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর।

তাঁর ভাইয়েরা এ কথা শুনে জিজ্ঞেস করল : مَاذَا تَفْقَدُونَ আপনাদের কি জিনিস হারিয়েছে? সে উত্তরে বলল : نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ আমাদের শাহী পানপাত্র হারিয়ে গেছে যার দ্বারা খাদ্য মাপা হত। বাদশাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যে ওটা খুঁজে বের করে আনবে তাকে এক উট বোঝাই খাদ্য প্রদান করা হবে। আমিই এর যামীন।

<p>৭৩। তারা বলল : আল্লাহর শপথ! তোমরাতো জান যে, আমরা এই দেশে দুষ্কৃতি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।</p>	<p>۷۳. قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ</p>
<p>৭৪। তারা বলল : যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তাহলে তার শাস্তি কি?</p>	<p>۷۴. قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُۥٓ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ</p>
<p>৭৫। তারা বলল : এর শাস্তি এই যে, যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সেই তার বিনিময়, এভাবে আমরা সীমা লংঘনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।</p>	<p>۷۵. قَالُوا جَزَاؤُهُۥٓ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِۦ فَهُوَ جَزَاؤُهُۥٓ ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ</p>
<p>৭৬। অতঃপর সে তার (সহোদর) ভাইয়ের মালপত্র তল্লাশির পূর্বে তাদের মালপত্র তল্লাশি করতে লাগল, পরে তার সহোদরের মালপত্রের মধ্য হতে পাত্রটি বের করল। এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করেছিলাম, রাজার আইনে তার সহোদরকে সে আটক করতে পারতনা, আল্লাহ ইচ্ছা না করলে। আমি যাকে ইচ্ছা</p>	<p>۷۶. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمۡ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ أَسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَآءِ أَخِيهِ ۚ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَٓ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ نَرْفَعُ</p>

মর্যাদায় উন্নীত করি, প্রত্যেক  
জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছেন  
সর্বজ্ঞানী।

دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأُ ۖ وَفَوْقَ كُلِّ  
ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা নিজেদের উপর চুরির অপবাদ শুনে কান খাড়া করে এবং বলে : تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ : আপনারা আমাদের পরিচয় পেয়ে গেছেন এবং আমাদের অভ্যাস ও চরিত্র সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আমরা ভূপৃষ্ঠে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইনা এবং চুরি করার অভ্যাসও আমাদের নেই। তাদের এ কথা শুনে সরকারী কর্মচারীগণ বললেন : ‘যদি তোমাদের মধ্যে কেহ চোর সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং তোমরা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও তাহলে তার শাস্তি কি হবে?’ তারা উত্তরে বলল :

جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ দীনে ইবরাহীমের (আঃ) বিধান অনুযায়ী এর শাস্তি এই যে, যার মাল সে চুরি করেছে তারই কাছে তাকে সমর্পণ করতে হবে। আমাদের শারীয়াতের ফাইসালা এটাই। এতে ইউসুফের (আঃ) উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেল। সুতরাং তিনি তাদের তল্লাশী নেয়ার নির্দেশ দিলেন। প্রথমে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের তল্লাশী নেয়া হল। অথচ তাঁর এটা জানা ছিল যে, তাদের মালপত্রের মধ্যে পেয়ালা নেই। কিন্তু যাতে তাদের এবং অন্যান্য লোকদের মনে কোন সন্দেহের উদ্বেক না হয় এ কারণেই তিনি এরূপ করলেন। যখন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের মালপত্রের উপর তল্লাশী চালানোর পর পেয়ালা পাওয়া গেলনা তখন বিনইয়ামীনের মাল পত্রের উপর তল্লাশী চালানো হল। তার মালপত্রের মধ্যে তা রাখা ছিল বলে তার বস্তার মধ্য থেকে তা বেরিয়ে পড়ল। সুতরাং তাকে বন্দী করা হল। এই ব্যবস্থাই ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার হিকমাতের ফল যা তিনি ইউসুফ (আঃ) এবং বিনইয়ামীনের উপযোগিতার জন্যই তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কেননা মিসরের বাদশাহর আইন অনুসারে চোর সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও ইউসুফ (আঃ) বিনইয়ামীনকে রাখতে পারতেননা। (তাবারী ১৬/১৮৮) কিন্তু স্বয়ং ভাইয়েরা এই ফাইসালা করেছিল বলেই তিনি তা জারি করে দেন। ইবরাহীমের (আঃ) শারীয়াতে চোরের শাস্তি কি তা তাঁর জানা ছিল বলেই তিনি তাঁর ভাইদের কাছে ফাইসালা চেয়েছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি :

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

### يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ১১) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছেন সর্বজ্ঞানী। হাসান (রহঃ) মন্তব্য করেন : এমন কোন লোক নেই যার জ্ঞান অন্যের জ্ঞানের চেয়ে এত বেশি এবং যা আল্লাহর জ্ঞানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। (তাবারী ১৬/১৮৮) এ ছাড়া আবদুর রায্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন : আমরা ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) সাথে ছিলাম যখন তিনি একটি উৎসাহব্যঞ্জক হাদীস বর্ণনা করছিলেন। ঐ বৈঠকে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! আমাদের মাঝে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যার জ্ঞান সবার জ্ঞানের উপরে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) তখন বললেন : আপনি যা বলেছেন তা খুবই নিকৃষ্ট কথা। মহান আল্লাহই হচ্ছেন ঐ সত্তা যার সব জ্ঞান রয়েছে এবং তাঁর জ্ঞান সমস্ত জ্ঞানের উপরে। (আবদুর রায্যাক ২/৩২৭) সিমাক (রহঃ) বলেন, ইকরিমাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) وَفَوْقَ كُلِّ ذِي

عِلْمٍ عَلِيمٌ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন : এক লোক থেকে অন্য লোকের জ্ঞান বেশি থাকতে পারে। কিন্তু সবার উপরে জ্ঞান রয়েছে আল্লাহ তা‘আলার। (তাবারী ২/১৯২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উপরে আরও অনেক জ্ঞানী রয়েছে এবং সবার জ্ঞান ছাপিয়ে যার জ্ঞান পরিব্যাপ্ত তিনি হলেন মহান আল্লাহ। নিশ্চয়ই জ্ঞানের ভান্ডার হচ্ছেন আল্লাহ। তাঁর কাছে থেকেই জ্ঞানীগণ জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং সমস্ত জ্ঞানের শেষও তাঁর কাছে গিয়ে শেষ হয়।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরআতে وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ এইরূপ রয়েছে। অর্থাৎ ‘প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর একজন মহাজ্ঞানী রয়েছেন।’ (তাবারী ১৬/১৯৩)

৭৭। তারা বলল : সে যদি চুরি করে থাকে তার (সহোদর)

۷۷. قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ

ভাইওতো ইতোপূর্বে চুরি করেছিল, এতে ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখল এবং তাদের কাছে প্রকাশ করলনা। সে মনে মনে বলল : তোমাদের অবস্থাতো হীনতর এবং তোমরা যা বলছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবগত।

سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا  
يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا  
لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ

### ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা বিনইয়ামীনকে চুরির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করল

বিনইয়ামীনের বস্তার মধ্য হতে পানপাত্র বের হয়েছে দেখে তার ভাইয়েরা বলল : **إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ**! এ চুরি করেছে, যেমন ইতোপূর্বে চুরি করেছিল এর সহোদর ভাই ইউসুফ (আঃ)।

তারা নিজদেরকে অতি সৎ বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করল এবং বিনইয়ামীনের অপরাধিতা প্রমাণ করার সাথে সাথে তার ভাই ইউসুফকেও (আঃ) দোষী করতে চেষ্টা করছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

**فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ** তাদের এ অভিযুক্ত করার বিষয়টি সে নিজের মনেই গোপন রেখে দিল, যার জবাব সে পরবর্তী সময়ে দিয়েছিল।

**إِنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ** ইউসুফ (আঃ) নিজকে নিজে মনে মনে বলেছিলেন : তুমি এমন অবস্থায় রয়েছ যখন সত্য কথা প্রকাশ করার সময় নয়। আল্লাহই সেই বিষয় ভাল জানেন যে বিষয়ে তারা অভিযোগ করছে।

৭৮। তারা বলল : হে আযীয!  
এর পিতা আছেন অতিশয় বৃদ্ধ,  
সুতরাং এর স্থলে আপনি  
আমাদের একজনকে রাখুন!  
আমরাতো আপনাকে দেখছি

٧٨. قَالُوا يَتَّيِّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ  
أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا

<p>৭৯। সে বলল : যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরূপ করলে আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী হব।</p>	<p>৭৭. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنَا عَنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَطَلِمُوتَ</p>

## ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা বিনইয়ামীনের পরিবর্তে অন্য কোন ভাইকে ভৃত্য হিসাবে রেখে দিতে অনুরোধ করল

যখন বিনইয়ামীনের মালপত্র হতে শাহী পানপাত্র বের হল তখন ভাইদের ফাইসালা অনুসারে তাকে শাহী বন্দীরূপে গণ্য করা হল। তারা মিসরের আযীযকে (ইউসুফকে (আঃ)) সুপারিশ করে এবং করুণা আকর্ষণ করে বলল : ‘দেখুন! আমার এ ভাইটি আমাদের পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তিনি এখন অত্যন্ত দুর্বল ও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এর এক সহোদর ভাই ইতোপূর্বে হারিয়ে গেছে, যার কারণে তিনি পূর্ব হতেই শোকার্ত রয়েছেন। এখন এই খবর শুনলেই আমরা আশঙ্কা করছি যে, তিনি শোকে দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়বেন। এমনকি তিনি প্রাণেই বাঁচেন কিনা সন্দেহ আছে। فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَائِهِ সূতরাং মেহেরবাণী করে আমাদের একজনকে তার স্থলে রেখে দিন এবং তাকে ছেড়ে দিন। আপনি একজন মহানুভব ব্যক্তি। কাজেই দয়া করে আমাদের এই আবেদন মঞ্জুর করুন। ইউসুফ (আঃ) উত্তরে বললেন :

مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنَا عَنْدَهُ কি করে আমার দ্বারা এটা সম্ভব হতে পারে? এটাতো বড়ই অন্যায় ও অত্যাচারমূলক কাজ যে, পাপ করবে একজন আর ধরা হবে অন্যকে! চুরি করবে একজন, আর বন্দী হবে



অন্যজন। চোরকেই বন্দী করা হবে, বাদশাহকে নয়। নিস্পাপ ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া এবং পাপীকে ছেড়ে দেয়া প্রকাশ্যভাবে অবিচার ও অন্যায়।

৮০। যখন তারা তার নিকট হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হল তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল, ওদের মধ্যে যে ছিল বয়োজ্যেষ্ঠ সে বলল : তোমরা কি জাননা যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হতে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ক্রটি করেছিলে; সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করবনা যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৪০. فَلَمَّا اسْتَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ ۖ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِىَ أَبِي أَوْ تَحْكُمَ اللَّهُ لىَ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

৮১। তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং বল : হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্র চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম, অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা অবহিত ছিলামনা।

৪১. أَرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يٰٓأَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ

৮২। যে জনপদে আমরা ছিলাম ওর অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করুন এবং যে যাজ্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও, আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

۸۲. وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

## ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা গোপন পরামর্শ করল এবং তাদের বড় ভাই তাদেরকে উপদেশ দিল

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা যখন তাদের ভাই বিনইয়ামীনের মুক্তি লাভের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল তখন তারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল যে, বিনইয়ামীনকে অবশ্যই তারা তাদের পিতার নিকট পৌঁছে দিবে এই অঙ্গীকার তারা তাঁর সাথে করেছিল। কিন্তু এখন দেখছে যে, কোন ক্রমেই তাঁকে মুক্ত করা সম্ভব হচ্ছেনা। তারা পরামর্শ করতে লাগল। বড় ভাই নিজের মত প্রকাশ করে বলল :

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتًا مِّنَ اللَّهِ আছে যে, আমরা আমাদের পিতার কাছে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করেছি। সুতরাং এ অবস্থায় আমরা পিতার কাছে মুখ দেখাতে পারবনা। আবার আমরা আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকেও শাহী বন্ধন হতে কোনক্রমে মুক্ত করতেও পারছিলাম। এখন পূর্বের ঘটনাটিই আমাদেরকে লজ্জিত করেছে। তা হচ্ছে, বিনইয়ামীনের সহোদর ভাই ইউসুফের (আঃ) সাথে আমাদের দুর্ব্যবহার। কাজেই আমি এখানেই থেকে যাচ্ছি, যে পর্যন্ত না পিতা আমার অপরাধ ক্ষমা করে আমাকে বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি দেন অথবা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে কোন ফাইসালা এসে যায়, যাতে হয় আমি কোনভাবে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব, না হয় আল্লাহ অন্য কোন উপায় করে দিবেন।' কথিত আছে যে, তাঁর নাম ছিল রবীল অথবা ইয়াহুয়া। সে ছিল সেই ব্যক্তি যে তার ভাই ইউসুফকে (আঃ) নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করেছিল যখন তার অন্যান্য ভাইয়েরা তাঁকে হত্যা করার পরামর্শ করেছিল। সে ভাইদেরকে পরামর্শ দিল :

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ তোমরা পিতার কাছে যাও এবং তাঁকে প্রকৃত ব্যাপারে অবহিত কর। তাঁকে বলবে : 'আমাদের ভাই বিনইয়ামীন যে চুরি করবে

এটা আমাদের জানা ছিলনা। চুরির মাল তার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। আমাদেরকে চুরির শাস্তি কি জিজ্ঞেস করা হলে আমরা শারীয়াতে ইবরাহীমী অনুযায়ী ফাইসালা দিয়েছি। আমাদেরকে যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তাহলে মিসরবাসীকে জিজ্ঞেস করুন। (তাবারী ১৬/২১০) অথবা যে যাত্রীদের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকে প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। আমরা সত্য কথাই বলছি। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেই আপনি জানতে পারবেন যে, আমরা মোটেই মিথ্যা কথা বলছিনা। আমরা আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকে রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যাপারে তিল পরিমাণও ত্রুটি করিনি।

৮৩। ইয়াকুব বলল : না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে; সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়; হয়তো আল্লাহ ওদেরকে এক সাথে আমার কাছে এনে দিবেন, তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৮৩. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۚ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

৮৪। সে ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল : আফসোস ইউসুফের জন্য। শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট।

৮৪. وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُونُسَ ۖ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

৮৫। তারা বলল : আল্লাহর শপথ! আপনিতো ইউসুফের কথা ভুলবেননা যতক্ষণ না আপনি শারীরিকভাবে বিধ্বস্ত হবেন, অথবা মৃত্যু বরণ করবেন।

৮৫. قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْا تَذْكُرُ يُونُسَ ۖ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ

৮৬। সে বলল : আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহর নিকট হতে যা জানি তোমরা তা জাননা।

۸۶. قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

### ইয়াকূবের (আঃ) আবার দুঃসংবাদ প্রাপ্তি

ছেলেদের মুখে এ খবর শুনে ইয়াকূব (আঃ) ঐ কথাই বললেন যা তিনি ইতোপূর্বে বলেছিলেন, যখন তাঁর ছেলেরা ইউসুফের (আঃ) জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে তার সামনে হাযির করেছিল। তিনি বলেছিলেন : فَصَبْرٌ جَمِيلٌ এখন ধৈর্য ধারণই উত্তম। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন : তিনি বুঝে নেন যে, এবারও তাঁর ছেলেরা বানানো কথা বলছে। ছেলেদেরকে এ কথা বলার পর তিনি নিজে আশা প্রকাশ করেন, যে আশা তিনি মহান আল্লাহর কাছে করছিলেন। তিনি বলেন যে, খুব সম্ভব অতি সত্ত্বরই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর তিন ছেলেকেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করাবেন। অর্থাৎ ইউসুফকে (আঃ), বিনইয়ামীনকে এবং বড় ছেলে রুবীলকে, যে মিসরে এই উদ্দেশ্যে রয়ে গেছে যে, সুযোগ পেলে সে গোপনে বিনইয়ামীনকে নিয়ে পালিয়ে আসবে অথবা মহান আল্লাহ স্বয়ং কোন উপায় করে দিবেন। (তাবারী ১৬/২১৪) তিনি বলেন :

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ আল্লাহ তা‘আলা সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। তিনি আমার অবস্থা সম্যক অবগত। তাঁর সমস্ত কাজ হিকমতে পরিপূর্ণ। এখন তাঁর নতুন দুঃখ ও শোক পুরাতন শোককেও জাগিয়ে তুলল। ইউসুফের (আঃ) বিরহ বিচ্ছেদে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন।

আবদুর রাযযাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, শাউরী (রহঃ) বলেন, সুফিয়ান আল উসফুরী (রহঃ) বলেন, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, দুঃখ ও বিপদের সময় শুধুমাত্র উম্মাতে মুহাম্মাদীকেই رَاجِعُونَ إِلَيْهِ (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর কাছে ফিরে আসব) এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী) (সূরা বাকারাহ, ২ : ৫৬) বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মাতবর্গ এবং তাদের নাবীগণ

এই নি‘আমাত থেকে বঞ্চিত ছিলেন। দেখা যাচ্ছে যে, ইয়াকুবও (আঃ) এই অবস্থায় **يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُونُسَ** এ কথা বলেছিলেন। (আবদুর রায়যাক ২/২২৭)

শোকে, দুঃখে ইয়াকুবের (আঃ) চোখ দু’টি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। অর্থাৎ তিনি মাখলূকের কারও কাছে কোন অভিযোগ করতেননা। সদা সর্বদা তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনা ভরা ক্রান্ত অবস্থায় থাকতেন।

ইয়াকুবের (আঃ) পুত্ররা পিতার এই অবস্থা দেখে তাঁকে সান্ত্বনার সুরে বলে : **أَوْ تَكُونُ مِنَ الْهَالِكِينَ** তা হলে এই চিন্তা আপনাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে।’ উত্তরে তিনি বলেন : ‘আমিতো তোমাদেরকে কিছুই বলছি।

**إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ** আমি আমার মহান রবের কাছে আমার দুঃখ প্রকাশ করছি। তাঁর কাছে আমি অনেক কিছু আশা করি। তিনি কল্যাণদাতা। ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের কথা আমি ভুলিনি। ঐ স্বপ্নের তাৎপর্য অবশ্যই একদিন প্রকাশিত হবে।’

৮৭। হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর করুণা হতে তোমরা নিরাশ হয়োনা, কারণ কাফির ব্যতীত কেহই আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়না।

৮৭. **يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيَسُ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ**

৮৮। যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল তখন বলল : হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং

৮৮. **فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ**

আমরা তুচ্ছ পণ্য নিয়ে এসেছি; আপনি আমাদের রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং আমাদেরকে দান করুন; আল্লাহ দাতাদেরকে পুরস্কৃত করেন।

وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُّزَجَّلَةٍ فَأَوْفٍ  
لَّنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ  
اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

## ইয়াকুব (আঃ) তাঁর ছেলে ইউসুফ (আঃ) এবং তাঁর ভাইকে খুঁজে বের করার আদেশ দেন

ইয়াকুব (আঃ) স্বীয় পুত্রদেরকে আদেশ করছেন : ‘হে আমার প্রিয় বৎসগণ! গুপ্তচর হিসাবে নয়, বরং সহজ পন্থায় তোমরা ইউসুফ (আঃ) ও বিনইয়ামীনের খোঁজ কর।’ আরাবী ভাষায় تَحَسُّسُ শব্দটি ভাল অনুসন্ধান করার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর মন্দ অনুসন্ধানের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয় تَجَسُّسُ শব্দটি। এর সাথে সাথেই তিনি পুত্রদেরকে বলেন : ‘আল্লাহর দয়া, করুণা ও রাহমাত থেকে নিরাশ হয়েনা। তোমরা তাদের অনুসন্ধান বন্ধ করে দিওনা। আল্লাহর নিকট তোমরা ভাল আশা কর। তোমরা নিজেদের চেষ্টা চালিয়ে যাও।’

## ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাঁর কাছে উপস্থিত হল

পিতার উপদেশক্রমে তারা যাত্রা শুরু করে মিসরে পৌঁছে গেল। ইউসুফের (আঃ) সামনে হাযির হয়ে তারা নিজেদের দুরাবস্থার কথা প্রকাশ করল। তারা বলল : يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ ۖ আমরা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে আমরা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছি। আমাদের কাছে এমন কিছুই নেই যার দ্বারা আমরা খাদ্য ক্রয় করতে পারি। মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) ও অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আমাদের কাছে খুব সামান্যই অর্থ রয়েছে। এগুলি নিয়েই আমরা আপনার কাছে এসেছি। যদিও এগুলি খাদ্যের বিনিময় হতে পারেনা। (তাবারী ১৬/২৩৮) তথাপি আমরা কামনা করছি যে, আপনি আমাদেরকে ওগুলিই প্রদান করুন যেগুলি সঠিক ও পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে দেয়া হয়ে থাকে। আমরা আশা রাখছি যে, فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

আপনি পূর্বের মতই আমাদের প্রতি সদয় হবেন এবং আমাদের বস্তা ভর্তি করে দিবেন। ইব্ন যুরাইজের (রহঃ) মতে এর অর্থ হল, আপনি দয়াদ্র্ণ হয়ে আমাদের ভাইকে ফেরত দিন। (তাবারী ১৬/২৪৩)

সুফইয়ান ইব্ন উআইনাহকে (রহঃ) প্রশ্ন করা হয় : ‘আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বেও কি কোন নাবীর উপর সাদাকাহ হারাম ছিল?’ উত্তরে তিনি এই আয়াতটিই পাঠ করে দলীল হিসাবে বলেন : ‘না, ইতোপূর্বে অন্য কোন নাবীর উপর সাদাকাহ হারাম হয়নি।’ (তাবারী ১৬/২৪২)

<p>৮৯। সে বলল : তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ?</p>	<p>১৯. قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ</p>
<p>৯০। তারা বলল : তাহলে কি তুমিই ইউসুফ? সে বলল : আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর; আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যে ব্যক্তি মুত্তাকী ও ধৈর্যশীল, আল্লাহ সেইরূপ সৎ কর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেননা।</p>	<p>৯০. قَالُوا أَأِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ</p>
<p>৯১। তারা বলল : আল্লাহর শপথ! আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম।</p>	<p>৯১. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ</p>

<p>৯২। সে বলল : আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।</p>	<p>۹۲. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ</p>
---	---

### ইউসুফ (আঃ) ভাইদের কাছে তাঁর প্রকৃত পরিচয় দেন

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা যখন তাঁর কাছে অত্যন্ত দুঃখ ভরা ক্রান্ত ও দারিদ্রতর অবস্থায় পৌঁছে এবং তাঁর কাছে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা, পিতা ও পরিবারবর্গের বিপদ-আপদের বর্ণনা দেয় তখন তাঁর অন্তর বিগলিত হয়ে যায় এবং আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি ভাইদেরকে বলেন : **هَلْ عَلِمْتُمْ مَا** আপনারা ইউসুফ এবং তাঁর ভাই বিনইয়ামীনের সাথে যে ব্যবহার করেছিলেন তা আপনাদের স্মরণ আছে কি, যখন আপনারা অজ্ঞ ছিলেন? আপনারা যে অপরাধ করেছেন সেই পাপ তো ছিল অজ্ঞতার কারণে।

বাহ্যতঃ এটা জানা যাচ্ছে যে, প্রথম দু'দফার সাক্ষাতের সময় নিজের পরিচয় দানের নির্দেশ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ইউসুফের (আঃ) প্রতি ছিলনা। তৃতীয় বার সাক্ষাতের সময় তাঁকে নিজের পরিচয় দানের নির্দেশ দেয়া হয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। যখন কষ্ট বেড়ে গেল এবং কাঠিন্য বৃদ্ধি পেল তখন আল্লাহ তা'আলা কাঠিন্য ও সংকীর্ণতা দূর করে দিলেন এবং প্রশস্ততা আনয়ন করলেন। যেমন কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে :

**فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا**

কষ্টের সাথেইতো স্বস্তি আছে। অবশ্যই কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। (সূরা আলাম নাশরাহ, ৯৪ : ৫-৬)

ইউসুফের (আঃ) প্রশ্নে তাঁর ভাইয়েরা বিস্ময়ে চমকে উঠে। দুই বারেরও অধিক সময় তারা তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাত করেছে, অথচ তারা তাঁর পরিচয় জানতে পারেনি। তারা তাঁকে প্রশ্ন করে : **أَأِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ** তাহলে তুমিই কি



ইউসুফ? তিনি উত্তরে বলেন : **هَٰذَا أَخِي** হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ (বিনইয়ামীন) আমার (সহোদর) ভাই। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদের পর আমাদেরকে তিনি মিলিত করেছেন। আল্লাহভীতি ও ধৈর্যশীলতা বিফলে যায়না।

তখন ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেয়। তারা তাঁকে বলে : ‘বাস্তুবিকই দৈহিক সৌন্দর্য ও নৈতিক চরিত্র উভয় দিক দিয়েই তুমি আমাদের চেয়ে উত্তম। রাজত্ব ও ধন-মালের দিক দিয়েও আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর মর্যাদা দান করেছেন।’ এই স্বীকারোক্তির পর তারা তাদের ভুলও স্বীকার করে। তৎক্ষণাৎ ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে বলেন :

**لَا تَثْرِبَ عَلَيْنَا يَوْمَ** আজকের পরে আমি আপনাদের এই ভুলের জন্য আপনাদের উপর কোন অভিযোগও করবনা। আপনাদের উপর আমি রাগান্বিত নই। বরং আমার প্রার্থনা এই যে, **يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ** আল্লাহ তা‘আলাও আপনাদেরকে ক্ষমা করুন! তিনি সর্বাপেক্ষা বড় দয়ালু।

৯৩। তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর রেখ, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন, আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট নিয়ে এসো।

৯৩. **أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا**  
**فَالْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا**  
**وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ**

৯৪। অতঃপর যাত্রীদল যখন বের হয়ে পড়ল তখন তাদের পিতা বলল : তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর তাহলে বলি : আমি ইউসুফের দ্বাণ পাচ্ছি।

৯৪. **وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ**  
**أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ**  
**لَوْلَا أَن تَفْنَدُونِ**

৯৫। তারা বলল : আল্লাহর  
শপথ! আপনিতো আপনার  
পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।

۹۵. قَالُوا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِي  
ضَلٰلِكَ اَلْقَدِيْمِ

ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফের (আঃ)

জামা থেকে তাঁর আশ পাচ্ছিলেন

আল্লাহর নাবী ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফের (আঃ) শোকে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে  
গিয়েছিলেন। তাই ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদেরকে বললেন : فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ

আমার এই জামাটি নিয়ে আমাদের পিতার কাছে গমন করুন  
এবং এটা তাঁর মুখ-মন্ডলের উপর রেখে দিবেন, ইনশাআল্লাহ তিনি তৎক্ষণাৎ  
দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। অতঃপর আপনারা তাঁকে এবং আপনাদের পরিবারের  
সকলকেই আমার নিকট নিয়ে আসুন। এদিকে এই যাত্রীদল মিসর থেকে যাত্রা শুরু  
করেছেন, আর ও দিকে আল্লাহ তা'আলা ইয়াকুবের (আঃ) কাছে ইউসুফের (আঃ)  
বার্তা পৌঁছে দেন। তখন তিনি তাঁর কাছে অবস্থানরত সন্তানদের বললেন :

إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفْتَنُونِ  
ইউসুফের (আঃ) সুগন্ধ আসছে। কিন্তু তোমরাতো আমাকে জ্ঞানশূন্য অতি বৃদ্ধ  
বলে আমার কথার প্রতি কোনই গুরুত্ব দিবেনা। আবদুর রাযযাক (রহঃ) বর্ণনা  
করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, যাত্রীদলের মিসর ত্যাগ করার পর  
পরই প্রবল বাতাস বইতে শুরু করে এবং আল্লাহর হুকুমে বাতাস ইয়াকুবকে  
(আঃ) ইউসুফের (আঃ) জামাটির সুগন্ধি পৌঁছে দেয়, যদিও তখনও তারা আট  
দিনের পথের দূরত্বে ছিল। (আবদুর রাযযাক ২/৩২৯)

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ), সুবাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে আবু সীনান (রহঃ)  
হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৬/২৫০) পিতার পাশে অবস্থানকারী  
ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা পিতাকে বলল : إِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ اَلْقَدِيْمِ আপনি  
ইউসুফের (আঃ) প্রতি অত্যধিক ভালবাসার কারণে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন।  
(তাবারী ১৬/২৫৭) সে কখনও আপনার মন হতে দূর হয়না এবং কোন সময়  
আপনি সান্ত্বনাও লাভ করতে পারছেননা। তারা তাদের পিতার সাথে কর্কষ

ভাষায় কথা বলেছিল। ইয়াকুবের (আঃ) কাছে এই ভাষাটি বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠোর মনে হয়েছিল। কোন যোগ্য সন্তানের পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, নিজের পিতার সাথে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করে এবং উম্মাতের জন্যও এটা শোভা পায়না যে, তারা তাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ কথা বলে! সুদী (রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজন এ কথাই বলেছেন। (তাবারী ১৬/২৫৭)

৯৬। অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হল এবং তার মুখমন্ডলের উপর জামাটি রাখল তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। সে বলল : আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহর নিকট হতে যা জানি তোমরা তা জাননা।

৯৬. فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

৯৭। তারা বলল : হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; আমরা তো অপরাধী।

৯৭. قَالُوا يَتَّابَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ

৯৮। সে বলল : আমি আমার রবের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯৮. قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

### ইউসুফের (আঃ) জামাসহ ইয়াহুয়া সুসংবাদ নিয়ে আসে

মুজাহিদ (রহঃ) ও সুদী (রহঃ) বলেন যে, জামাটি এনেছিল ইয়াকুবের (আঃ) বড় ছেলে ইয়াহুয়া। (তাবারী ১৬/২৫৮) সুদী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহুয়ার ঐ জামাটি বহন করে নিয়ে আসার কারণ ছিল এই যে, সে'ই পূর্বে ইউসুফের (আঃ) জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে পিতার কাছে হাযির করেছিল এবং পিতাকে বলেছিল যে, এটা হচ্ছে ইউসুফের (আঃ) দেহের রক্তমাখা জামা। এখন এরই বদলা হিসাবে সে'ই ইউসুফের (আঃ) ঐ জামাটি নিয়ে এলো যেন মন্দের বিনিময়ে ভাল কাজ

সম্পাদিত হয়। যেন কু-খবরের বিনিময়ে সুখবর হয়ে যায়। জামাটি এনেই সে পিতার মুখমন্ডলের উপর রাখে। সাথে সাথেই ইয়াকুবের (আঃ) দৃষ্টি খুলে যায়। (তাবারী ১৬/২৫৯) তখন তিনি পুত্রদের সম্বোধন করে বলেন :

أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ আমিতো সদা-সর্বদা তোমাদেরকে বলে আসছি যে, মহান আল্লাহর নিকট হতে আমি এমন কতকগুলি বিষয় অবগত আছি যা তোমরা অবগত নও। আমি তোমাদেরকে বলেছি যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ইউসুফকে (আঃ) আমার সাথে সাক্ষাত করাবেন। এইতো অল্প দিন পূর্বের আলোচনায় আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে, আমি ইউসুফের (আঃ) জ্ঞান পাচ্ছি।

### ইউসুফের (আঃ) ভাইদের অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা

পিতার এ সব কথা শুনে পুত্ররা লজ্জিত হয়ে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেন এবং পিতাকে নিজেদের জন্য আল্লাহ আ'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলে। উত্তরে পিতা বলেন : قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ আমি আমার রবের নিকট এই আশা রাখি যে, তিনি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তিনি তাওবাহকারীর তাওবাহ কবুল করেন।'

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ), ইবরাহীম আত তাইমী (রহঃ), আমর ইব্ন কায়স (রহঃ), ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, সন্তানদের জন্য দু'আ করার উদ্দেশে ইয়াকুব (আঃ) রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। (তাবারী ১৬/২৬২)

৯৯। অতঃপর তারা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হল তখন সে তার মাতা-পিতাকে আলিঙ্গন করল এবং বলল : আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন!

۹۹. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ

اللَّهُ ءَامِنِينَ

১০০। আর ইউসুফ তার মাতা-  
পিতাকে উচ্চাসনে বসাল এবং  
তারা সবাই তার সামনে সাজদায়  
লুটিয়ে পড়ল। সে বলল : হে  
আমার পিতা! এটাই আমার  
পূর্বকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার  
রাব্ব ওটা সত্যে পরিণত  
করেছেন এবং তিনি আমাকে  
কারাগার হতে মুক্ত করেছেন  
এবং শাইতান আমার ও আমার  
ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও  
আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে  
এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি  
অনুগ্রহ করেছেন, আমার রাব্ব যা  
ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করে  
থাকেন, তিনিতো সর্বজ্ঞ,  
প্রজ্ঞাময়।

১০০. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى  
الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا  
وَقَالَ يَتَابَتِ هَذَا تَأْوِيلُ  
رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا  
رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ  
أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ  
بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ  
تَرَعَّ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ  
إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا  
يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

## মা-বাবাকে ইউসুফের (আঃ) অভ্যর্থনা এবং স্বপ্নের সফল সমাপ্তি

ইউসুফ (আঃ) ভাইদেরকে নিজের পরিচয় দানের পর বলেছিলেন :  
‘আমাদের পিতা এবং আপনাদের পরিবারের সমস্ত লোককে আমার কাছে নিয়ে  
আসবেন। ঐ যাত্রী দলটি কিনআ’ন থেকে মিসরের পথে যাত্রা শুরু করেন।  
তারা মিসরের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলে ইউসুফ (আঃ) স্বীয় পিতা ইয়াকুবকে  
(আঃ) অভ্যর্থনা জানানোর জন্য গমন করেন এবং বাদশাহর নির্দেশক্রমে

শহরের সমস্ত আমীর ও সভাসদও গেলেন। এও বর্ণিত আছে যে, স্বয়ং বাদশাহও অভ্যর্থনার উদ্দেশে গিয়েছিলেন। ইউসুফ (আঃ) তাঁদেরকে বললেন :

اَدْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ আপনারা মিসরে প্রবেশ করুন,

ইনশাআল্লাহ এখানে নির্ভয় ও নিরাপদে থাকবেন। অতঃপর বলা হয়েছে, أَوَى

إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ শহরে প্রবেশ করার পর তিনি মাতা-পিতাকে নিজের কাছে স্থান দেন এবং তাঁদেরকে বলেন, এখানে দুর্ভিক্ষ ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত অবস্থায় সুখে শান্তিতে বসবাস করুন।

সুন্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, ইউসুফের (আঃ) মা পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলেন এবং তাঁর পিতার সাথে ছিলেন তাঁর খালা। (তাবারী ১৬/২৬৭, ২৬৯) কিন্তু ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) উক্তি এই যে, ঐ সময় তাঁর মা-বাবা উভয়ই জীবিত ছিলেন। এই উক্তিটি সঠিকও বটে। তাঁর মায়ের মৃত্যুর উপর কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই। আর কুরআনুল হাকীমের প্রকাশ্য শব্দগুলি এটাই প্রমাণ করছে যে, ঐ সময় তাঁর মা জীবিত ছিলেন। (তাবারী ১৬/২৬৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, ইউসুফ (আঃ) স্বীয় মাতা-পিতাকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে দেন। هَذَا تَأْوِيلُ

سَعَى رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ সেই সময় তাঁর মাতা-পিতা এবং এগারটি ভাই সবাই তাঁর সামনে সাজদাহয় পড়ে যান। তখন তিনি পিতাকে সম্বোধন করে বলেন : ‘হে পিতা! দেখুন, এত দিনে আমার পূর্বের সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হল। এই হচ্ছে এগারটি তারকা এবং এই হচ্ছে সূর্য ও চন্দ্র যা আমার সামনে সাজদাহয় পতিত রয়েছে।’ তাঁদের শারীয়াতে এটা বৈধ ছিল যে, বড়দেরকে তাঁরা সালামের সাথে সাজদাহ করতেন। এমন কি আদম (আঃ) থেকে শুরু করে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত নাবীর উম্মাতদের জন্য এটা জায়য ছিল। কিন্তু মিল্লাতে মুহাম্মদীয়রা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা নিজের পবিত্র সত্তা ছাড়া অন্য কারও জন্য সাজদাহকে বৈধ করেননি। বরং তিনি ওটা একমাত্র নিজের জন্যই নির্দিষ্ট করেছেন। কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনের উক্তির সারমর্ম এটাই। (তাবারী ১৬/২৬৯)

মুআ'য (রাঃ) যখন সিরিয়ায় গিয়েছিলেন তখন সেখানে তিনি দেখতে পান যে, সিরিয়াবাসী তাদের যাজকদেরকে সাজদাহ করছে। তিনি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাজদাহ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'হে মুআ'য! এটা কি?' তিনি উত্তরে বলেন : 'আমি সিরিয়াবাসীদেরকে দেখেছি যে, তারা তাদের যাজক ও সম্মানিত লোকদেরকে সাজদাহ করে। তাহলে আপনিতো সর্বাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি।' এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'যদি আমি কেহকেও কারও জন্য সাজদাহর হুকুম দিতাম তাহলে স্ত্রীদেরকে হুকুম করতাম যে, তারা যেন তাদের স্বামীকে সাজদাহ করে। কারণ এই যে, তার বড় হক রয়েছে।' স্ত্রীদের উপর স্বামীদের অধিক অধিকার রয়েছে। (ইব্ন মাজাহ ১/৫৯৫)

মোট কথা, যেহেতু তাঁদের শারীয়াতে মানুষকে সাজদাহ করা জায়য ছিল, তাই তাঁরা ইউসুফকে (আঃ) সাজদাহ করেছিলেন। তখন ইউসুফ (আঃ) বলেন : 'দেখুন আব্বা! আমার স্বপ্নের তাৎপর্য প্রকাশিত হয়েছে। আমার রাব্ব এটাকে সত্যরূপে দেখিয়েছেন। এর ফল প্রকাশ হয়ে পড়েছে।' অন্য আয়াতে কিয়ামাতের দিনের জন্যও এই **تَأْوِيلُ** শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর ইউসুফ (আঃ) বললেন :

**يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا** এটাও আমার উপর আল্লাহর একটা ইহসান যে, তিনি আমার স্বপ্নকে সত্যরূপে দেখিয়েছেন। আমার উপর তাঁর আরও অনুগ্রহ এই যে, তিনি আমাকে জেলখানা হতে মুক্তি দান করেছেন এবং আপনাদের সকলকে মরুভূমি হতে সরিয়ে এখানে এনেছেন এবং আমার সাথে সাক্ষাৎ করিয়েছেন। ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, ইয়াকূব (আঃ) গবাদী পশু লালন-পালন করতেন বলে সাধারণতঃ তাঁকে মরুভূমি অঞ্চলেই বসবাস করতে হত। (তাবারী ১৬/২৭৬) তিনি আরও বলেন যে, তারা ফিলিস্তিনের গূর এলাকার আরাভা নামক স্থানে অবস্থান করতেন যা বৃহত্তর সিরিয়ার অংশ। অতঃপর ইউসুফ (আঃ) বলেন :

**مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ** আমার উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বড়ই অনুগ্রহ যে, শাইতান আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও তিনি আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনেছেন। আমার রাব্ব যা ইচ্ছা করেন তা'ই নিপুণতার সাথে করে থাকেন। তিনি ঐ কাজের যথাযোগ্য উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন।

আর ওটাকে তিনি অতি সহজ করে দেন। বান্দার কিসে কল্যাণ রয়েছে তা তিনি খুব ভাল রূপেই জানেন। নিজের কাজে, কথায়, ফাইসালায় ও উদ্দেশে তিনি অতি নিপুণ।

১০১। হে আমার রাব্ব!  
আপনি আমাকে রাজ্য দান  
করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা  
শিক্ষা দিয়েছেন। হে  
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর  
সৃষ্টিকর্তা! আপনিই ইহলোক  
ও পরলোকে আমার  
অভিভাবক, আপনি আমাকে  
মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান  
করুন এবং আমাকে সৎ  
কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত  
করুন!

۱۰۱. رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ  
الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ  
الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيّ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا  
وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ

## মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দেয়ার জন্য ইউসুফের (আঃ) আল্লাহর কাছে আবেদন

এটা হচ্ছে সত্যবাদী ইউসুফের (আঃ) তাঁর রাব্ব মহামহিমাম্বিত আল্লাহর নিকট প্রার্থনা। তিনি নাবুওয়্যাত লাভ করেছেন, তাঁকে রাজত্ব দান করা হয়েছে, বিপদ-আপদ থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন, মাতা-পিতা এবং ভাইদের সাথে মিলন ঘটেছে। তাই এখন তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছেন : ‘হে আমার রাব্ব! পার্থিব নি'আমাতগুলি যেমন আপনি আমার উপর পরিপূর্ণ করেছেন, অনুরূপভাবে আখিরাতেও এই নি'আমাতগুলি আমাকে পরিপূর্ণভাবে প্রদান করুন। যখন আমার মৃত্যু হবে তখন যেন তা ইসলাম ও আপনার আনুগত্যের উপরই হয়। আমাকে যেন সৎ লোকদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। অন্যান্য নাবী ও রাসূলদের সাথে যেন আমার সাক্ষাৎ ঘটে।’ (তাবারী ১৬/২৮০)



খুব সম্ভব ইউসুফের (আঃ) এই প্রার্থনা ছিল তাঁর মৃত্যুর সময়। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর সময় নিজের অঙ্গুলী উত্তোলন করেন এবং প্রার্থনা করেন : **اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى** হে আল্লাহ! মহান বন্ধুর সাথে আমার সাক্ষাত করিয়ে দিন! তিনবার তিনি এই প্রার্থনাই করেন। (ফাতহুল বারী ৭/৭৪৩) আবার এও হতে পারে যে, তিনি তার মৃত্যুর অনেক আগেই বলেছিলেন যে, তিনি যখনই মারা যাবেন তখনই যেন ইসলামের উপর মারা যান এবং নাবীগণের সাথে মিলিত হন, এই ছিল তাঁর প্রার্থনার উদ্দেশ্য।

<p>১০২। এটা অদৃশ্যলোকের সংবাদ যা তোমাকে আমি অহী দ্বারা অবহিত করছি, ষড়যন্ত্রকালে যখন তারা মতৈক্যে পৌঁছেছিল তখন তুমি তাদের সাথে ছিলেনা।</p>	<p>১০২. ذَٰلِكَ مِنْ أُنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ</p>
<p>১০৩। তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয়।</p>	<p>১০৩. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ</p>
<p>১০৪। আর তুমিতো তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবী করছনা, এটাতো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয়।</p>	<p>১০৪. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ</p>

### ইউসুফের (আঃ) ঘটনা আল্লাহ প্রদত্ত অহীর প্রমাণ

আল্লাহ তা‘আলা ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা কিভাবে তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করে, কিভাবে তাঁর জীবন নাশের চেষ্টা করে, আল্লাহ তা‘আলা এর পর তাঁকে কিভাবে রক্ষা করেন এবং কিভাবে তাঁকে উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিয়ে দেন ইত্যাদি বর্ণনা করার পর স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে বলছেন : ‘এটা এবং এ ধরণের আরও বহু অদৃশ্যের ঘটনা আমার পক্ষ থেকে তোমার কাছে বর্ণনা করা হয়ে থাকে; যাতে মানুষ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে এবং তোমার বিরুদ্ধবাদীদেরও চক্ষু খুলে যায়। আর যাতে তাদের উপর আমার দলীল প্রমাণ কায়েম হয়ে যায়।

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذِ اجْتَمَعُوا أَمْرَهُمْ যখন ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল এবং কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছিল তখন তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলেনা। আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানালাম বলেই তুমি জানতে পারলে। যেমন মারইয়ামের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذِ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ

এবং যখন তারা স্বীয় লেখনীসমূহ নিক্ষেপ করছিল তখন তুমি তাদের নিকট ছিলেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৪৪) এটা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ যা আমি তোমাকে ঐশী বাণী দ্বারা অবহিত করছি। মারইয়ামের (আঃ) তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এর জন্য যখন তারা তাদের কলমগুলি নিক্ষেপ করছিল তুমি তখন তাদের নিকট ছিলেনা এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলেনা। মূসার (আঃ) ঘটনা প্রসঙ্গেও মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ

মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৪৪) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا

মূসাকে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম তখন তুমি তুর পর্বত-পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৪৬) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন :

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا

তুমিতো মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেনা, তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করার জন্য। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৪৫) এই সব আমার পক্ষ হতে অহীর মাধ্যমে তোমাকে জানানো হয়েছে। এ হচ্ছে তোমার রিসালাত ও

নাবুওয়াতের স্পষ্ট দলীল যে, অতীত ঘটনাবলী তুমি জনগণের সামনে এমনভাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছ যে, যেন তুমি ওগুলি স্বচক্ষে দেখেছ এবং তোমার সামনেই সেগুলি সংঘটিত হয়েছে। আবার এই ঘটনাগুলি উপদেশ, শিক্ষা এবং হিকমতে পরিপূর্ণ, যার মাধ্যমে মানুষের দীন ও দুনিয়া সুন্দর হতে পারে। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ ঈমান থেকে অঙ্ক থাকছে। وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ

أَن تَطْعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَصْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথা মত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। (সূরা আন'আম, ৬ : ১১৬)

প্রত্যেক ঘটনার সাথে সাথে আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন :

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

নিশ্চয়ই তাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। (সূরা শূআরা, ২৬ : ৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ তুমিতো তাদের কাছে কোন বিনিময় বা পারিশ্রমিক দাবী করছনা। তুমি যে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করছ এবং এ জন্য বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করছ এতে পার্থিব কোন লাভ বা উপকার তোমার কাম্য নয়। তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

لِّلْعَالَمِينَ এটা সারা বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয়। এর মাধ্যমে দুনিয়াবাসী উপদেশ লাভ করবে, সুপথ প্রাপ্ত হবে এবং পরকালে কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি পাবে।

১০৫। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এ সবার প্রতি উদাসীন।

১০৫. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

<p>১০৬। তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে।</p>	<p>১০৬. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ</p>
<p>১০৭। তাহলে কি তারা আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামাতের আকস্মিক উপস্থিতি হতে নিরাপদ?</p>	<p>১০৭. أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ</p>

### আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন দেখার পরও মানুষ ঈমান আনেনা

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ক্ষমতাবান আল্লাহর বহু নিদর্শন, তাঁর একাত্মবাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ রাত-দিন মানুষের সামনে রয়েছে। তবুও অধিকাংশ লোক অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে এগুলি থেকে উদাসীন ও অমনোযোগী রয়েছে। এই এতবড় ও প্রশস্ত আকাশ, এই বিস্তৃত যমীন, এই উজ্জ্বল নক্ষত্র-রাজি, এই আবর্তনশীল সূর্য ও চন্দ্র, এই গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, শস্য-ক্ষেত্র, তরঙ্গ পূর্ণ সমুদ্র, প্রবাহিত বাতাস, বিভিন্ন প্রকারের ফল ফলাদি এবং নানা প্রকারের খাদ্য দ্রব্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনাবলী কি জ্ঞানী ব্যক্তির কোন কাজে আসেনা যে, এগুলি দ্বারা সে তাঁকে চিনতে পারে, যিনি এক, অমুখাপেক্ষী, অংশীবিহীন, ক্ষমতাবান, চিরঞ্জীব এবং চির বিদ্যমান? এগুলি দেখে কি সে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনা? ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), শা‘বি (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন : তাদের অধিকাংশের মাথা এমনভাবে বিগড়ে গেছে যে, তাদের আল্লাহর উপর বিশ্বাস আছে, অথচ তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করছে। তারা আসমান ও যমীনের, পাহাড়-পর্বতের এবং দানব ও মানবের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকেই মানে, অথচ তাঁর সাথে অন্যদেরকেও শরীক করে। (তাবারী ১৬/২৯২) সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, এই মুশরিকরা হাজ্জ করতে আসে এবং ইহরাম বেঁধে ‘লাক্বাইক’ উচ্চারণ করতে করতে বলে : ‘হে আল্লাহ! আপনার কোন শরীক নেই, শরীক যারা আছে

তাদেরও মালিক আপনি। তাদের অধিকার ভুক্ত সবকিছুরও মালিক আপনি।’ (মুসলিম ২/৮৪৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুলম। (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৩) প্রকৃতপক্ষে এটা বড়ই অত্যাচার যে, আল্লাহর সাথে আরও কারও ইবাদাত করা হবে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, ‘আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি?’ উত্তরে তিনি বলেন : ‘তা এই যে, তুমি আল্লাহর জন্য শরীক স্থাপন করবে, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’ (ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯০)

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ এই আয়াতের মধ্যে মুনাফিকরাও এসে পড়ে। তাদের আমলে একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা থাকেনা। বরং তাদের মধ্যে লোক দেখানো ভাব থাকে। এই রিয়াকারীও শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনুল কারীম ঘোষণা করে :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآؤُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেরকে ঐ প্রতারণা প্রত্যর্পণ করছেন; এবং যখন তারা সালাতের জন্য দাঁড়ায় তখন লোকদেরকে দেখানোর জন্য আলস্যভরে দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। (সূরা নিসা, ৪ : ১৪২) এটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কতকগুলি শির্ক খুবই হালকা ও গোপনীয় হয়। স্বয়ং শির্ককারীও ওটা বুঝতে পারেনা। হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আসীম ইব্ন আবী নায়ুদ (রহঃ) বলেন যে, উরওয়া (রহঃ) বলেন : হুযাইফা (রাঃ) একজন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট গমন করেন। তার বাহুতে একটা সূতা বাঁধা ছিল। তিনি ওটা দেখে ছিঁড়ে ফেলেন এবং وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ এ আয়াতটিই পাঠ করেন। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর শপথ করল সে মুশরিক হয়ে গেল। (তিরমিযী ৫/১৩৫)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘বাড়-ফুক, সূতা এবং মিথ্যা তাবীজ শির্ক।’ (আহমাদ ১/৩৮১, আবু দাউদ ৪/২১২, ইব্ন মাজাহ ২/১১৬৭)

অন্যত্র বর্ণিত আছে : শুভ-অশুভ গণনা করা (তাইয়ারাহ) নিশ্চয়ই শির্ক। কেহ কেহ এতে হয়তো কখনও ক্ষণিকের জন্য উপকার পেতে পারে, কিন্তু নির্ভরশীলতার কারণে আল্লাহ তা‘আলা তার সমস্ত বিপদ আপদ দূর করে থাকেন।’ (আহমাদ ১/৩৮৯, আবু দাউদ ৪/২৩০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি :

তাহলে কি তারা আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামাতের আকস্মিক উপস্থিতি হতে নির্ভয় হয়ে গেছে? যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ  
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ  
بِمُعْجِزِينَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

যারা দুষ্কর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করবেননা অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবেনা যা তাদের ধারণাতীত? অথবা চলাফিরা করতে থাকাকালে তিনি তাদেরকে ধৃত করবেননা? তারাতো এটা ব্যর্থ করতে পারবেনা। অথবা তাদেরকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেননা? তোমাদের রাক্ষতো অবশ্যই ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু। (সূরা নাহল, ১৬ : ৪৫-৪৭) তিনি আরও বলেন :

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ. وَأَمِنَ أَهْلُ  
الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا  
يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

রাতে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকে তখন আমার শাস্তি এসে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে, এটা হতে কি জনপদের অধিবাসীরা নির্ভয় হয়ে পড়েছে? অথবা জনপদের

লোকেরা কি এই ভয় রাখেনা যে, আমার শাস্তি তাদের উপর তখন আপতিত হবে যখন তারা পূর্বাঙ্কে আমোদ প্রমোদে রত থাকবে? তারা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? সর্বনাশগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেহই নিঃশঙ্ক হতে পারেনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৯৭-৯৯)

১০৮। তুমি বল : এটাই আমার (আল্লাহর) পথ; প্রতিটি মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে, আমি এবং আমার অনুসারীগণও; আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

۱۰۸. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ۚ  
أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا  
وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَنَ اللَّهُ  
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

### নাবী/রাসূলগণের কর্ম পদ্ধতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দিচ্ছেন : সমস্ত দানব ও মানবের প্রতি তুমি খবর দাও : আমার নীতি, আমার পন্থা এবং আমার সুন্যাত এই যে, আমি সাধারণভাবে আল্লাহর একাত্মবাদ প্রচার করব। পরিপূর্ণ বিশ্বাস, দলীল প্রমাণ এবং বিচক্ষণতার সাথে আমি সকলকে ঐ দিকে আহ্বান করছি। আমার যত অনুসারী রয়েছে তারাও সবাই ঐ দিকেই আহ্বান করছে যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নেই। সব নাবী/রাসূলগণ শারীয়াত সম্মত ও জ্ঞান সম্মত দলীল প্রমাণের মাধ্যমে ঐ দিকে ডাক দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমরা তাঁরই মর্যাদা, পবিত্রতা এবং গুণগান বর্ণনা করে থাকি। আমরা তাঁকে শরীক, তুলনীয়, সমকক্ষ, উযীর, পরামর্শদাতা এবং সর্বপ্রকারের দুর্বলতা ও ত্রুটি থেকে পবিত্র বলে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁর কোন সন্তান নেই, স্ত্রী নেই এবং কোন সমকক্ষ নেই। তাঁর ব্যাপারে যে সমস্ত অসত্য আরোপ করা হয় তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ  
حَمْدَهُ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ন্তবর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা; তিনি সহনশীল, ক্ষমা প্রায়ণ। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৪৪)

১০৯। তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম; তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল তা কি দেখিনি? যারা মুত্তাকী তাদের জন্য পরকালই শ্রেয়; তোমরা কি বুঝনা?

১০৯. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِّنْ اٰهْلِ الْقُرَى ۖ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰتَقَوْا ۖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

### সমস্ত নাবী/রাসূলগণই ছিলেন মানুষ এবং পুরুষ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি রাসূল ও নাবী হিসাবে দুনিয়ায় পুরুষ লোকদেরকেই পাঠিয়েছেন, কোন মহিলাকে নয়। আদম সন্তানদের থেকে কোন মহিলাকে আল্লাহর অহী প্রেরণের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধি-বিধানসহ দায়িত্বশীল করা হয়নি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সবারই মাযহাব এটাই। শায়খ আবু হাসান (রহঃ) এবং আলী ইব্ন ইসমাঈল আল আশ'আরী (রহঃ) বলেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতামত হচ্ছে এই যে, নারীদের মধ্য হতে কোন নাবী/রাসূল মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়নি। তবে হ্যাঁ, তাঁদের মধ্যে সিদ্দিকা বা সত্যবাদিনী রয়েছেন। যেমন সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ও মর্যাদা সম্পন্না মহিলা মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে :



مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ  
صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ

মাসীহ ইবনে মারইয়াম একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়; তার পূর্বে আরও  
বহু রাসূল গত হয়েছে, আর তার মা একজন পরম সত্যবাদিনী, তারা উভয়ে  
খাদ্য আহার করত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৭৫) অর্থাৎ ‘তার (ঈসার (আঃ)) মা  
হচ্ছেন সিদ্দীকা বা চরম সত্যবাদিনী।’ সুতরাং যদি তিনি নাবী হতেন তাহলে  
তার গুণাগুণ বর্ণনা করার সময় এখানে সেই কথা উল্লেখ করা হত।

### সমস্ত নাবী/রাসূলগণই ছিলেন মানুষ এবং তারা মালাক/ফেরেশতা ছিলেননা

যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটির অর্থ  
করেছেন এই যে, যমীনে বসবাসকারী মানুষই নাবী হয়ে থাকেন। এটা নয় যে,  
আকাশ হতে কোন মালাক অবতীর্ণ হন। (দুররুল মানসুর ৪/৫৯৫) যেমন এক  
জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ  
وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই আহার করত ও  
হাটে-বাজারে চলাফিরা করত। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২০)

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ  
صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأُحْيَيْنَاهُمْ وَمِنْ نَسَائِهِمْ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ

আর আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে, তারা আহাৰ্য গ্রহণ  
করতনা; তারা চিরস্থায়ীও ছিলনা। অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি  
পূর্ণ করলাম, আমি তাদেরকে ও যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং  
যালিমদেরকে করেছিলাম ধ্বংস। (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৮-৯) অন্য এক আয়াতে  
বলা হয়েছে :

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرُّسُلِ

বল : আমি তো প্রথম রাসূল নই। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, **مَنْ أَهْلُ الْفُرَى** (জনপদবাসীদের মধ্য হতে) এটা সর্বজন বিদিত যে, শহরবাসী হয় কোমল অন্তর ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী। অনুরূপভাবে জনপদ হতে দূরে গ্রামে বসবাসকারী বেদুঈনরা অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের হয়ে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

**الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا**

মরুভূমির বেদুঈনরা কুফরী ও নিফাকে খুবই কঠিন। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৯৭)

### অতীত থেকে শিক্ষা নেয়ার উপদেশ

আল্লাহ তা'আলার উক্তি :

**أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِيبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ**

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ও দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৮২) অর্থাৎ তাদের পূর্ববর্তী যে সব উম্মাত তাদের রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদের পরিণাম ফল কি হয়েছিল! আল্লাহ কিভাবে তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন! এই কাফিরদের জন্যও অনুরূপ শাস্তি রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন :

**أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا**

তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪৬)

এরূপ করলে তারা দেখতে পেত যে, তাদের ন্যায় কাফির ও পাপীদের পরিণতি কি হয়েছিল! আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ধ্বংস করেছিলেন এবং মু'মিনদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলার নীতি তাঁর মাখলূকের সাথে এইরূপই বটে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

**وَلَذَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا** যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য

পরকালই উত্তম। অর্থাৎ আমি যেমন দুনিয়ায় মু'মিনদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি, অনুরূপভাবে আখিরাতেও তাদেরকে আমার শাস্তি হতে রক্ষা করব এবং পরকালের মুক্তি তাদের জন্য দুনিয়ার মুক্তি হতে উত্তম হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ  
الْأَشْهَادُ. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব  
জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওয়র  
আপত্তি কোন কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস।  
(সূরা মু'মিন, ৪০ : ৫১-৫২)

১১০। অবশেষে যখন রাসূলগণ  
নিরাশ হল এবং লোকে ভাবল যে,  
রাসূলদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া  
হয়েছে তখন তাদের কাছে আমার  
সাহায্য এলো। এভাবে আমি  
যাকে ইচ্ছা করি সে উদ্ধার পায়,  
আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে  
আমার শাস্তি রদ করা হয়না।

۱۱۰. حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْعَسَ  
الرُّسُلُ وُظُنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ  
كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا  
فَنَجَّىٰ مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ  
بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

## আল্লাহর রাসূলগণ সঠিক সময়ে বিজয় লাভের জন্য সাহায্য প্রাপ্ত হন

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, সংকীর্ণ অবস্থায় রাসূলদের উপর তাঁর  
সাহায্য অবতীর্ণ হয়। যখন আল্লাহর নাবীদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে  
ফেলা হয় তখন তাঁদের উপর আল্লাহর সাহায্য এসে পড়ে। অন্য এক আয়াতে  
আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَزَلَّلْنَاهَا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ

... এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল; এমন কি রাসূল ও তৎসহ বিশ্বাস  
স্থাপনকারীগণ বলেছিল : কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? সতর্ক হও, নিশ্চয়ই

আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২১৪) **كَذَّبُوا** এবং **كَذَّبُوا** এই দু'টি কিরা'আত রয়েছে। আয়িশার (রাঃ) কিরা'আত **ذ** অক্ষরে তাশদীদ দিয়ে রয়েছে। উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : 'এই শব্দটি' **كَذَّبُوا** না **كَذَّبُوا**? আয়িশা (রাঃ) উত্তরে বলেন : **كَذَّبُوا** পড়তে হবে।' তিনি পুনরায় বলেন, 'তাহলেতো এর অর্থ দাঁড়ায় : রাসূলগণ ধারণা করেন যে, তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে।' তবে এই ধারণা করার অর্থ কি হতে পারে? এটাতো নিশ্চিত কথা যে, তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হচ্ছিল।' উত্তরে আয়িশা (রাঃ) বলেন : 'অবশ্যই এটা নিশ্চিত কথা যে, কাফিরদের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু এমন সময়ও এসে গেল যে, ঈমানদার উম্মাতগণও সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়ে গেল এবং সাহায্য আসতে এত বিলম্ব হল যে, স্বাভাবিকভাবে রাসূলগণও মনে করতে লাগলেন যে, মু'মিন দলগুলিও হয়তো তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এসে পড়ল এবং তাঁরা বিজয় লাভ করলেন। (ফাতহুল বারী ৮/২১৭)

ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আবী মুলাইকা (রহঃ) বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এটাকে **كَذَّبُوا** পড়তেন এবং বলতেন যে, তাঁরাও মানুষ ছিলেন। এর দলীল হিসাবে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতেন :

حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ

اللَّهِ قَرِيبٌ

এমন কি রাসূল ও তৎসহ বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলেছিল : কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? সতর্ক হও, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২১৪) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আবী মুলাইকা (রহঃ) বলেছেন যে, উরওয়াহ (রাঃ) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আয়িশা (রাঃ) এটাকে কঠোরভাবে অস্বীকার করতেন এবং বলতেন : 'আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যতগুলি অঙ্গীকার করেছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস ছিল ঐ

সবগুলিই নিশ্চিত রূপে পরিপূর্ণ হবে। তাঁর অন্তরে এরূপ ধারণা জাগ্রত হয়নি যে, না জানি হয়তো আল্লাহ তা‘আলার কোন ওয়াদা ভুল প্রমাণিত হবে কিংবা হয়তো পূর্ণ হবেনা। তবে হ্যাঁ, নাবীগণের উপর বিপদ-আপদ আসতে থেকেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা আশঙ্কা করে বসেছেন যে, না জানি হয়তো তাঁদের অনুসারীরাও তাঁদের উপর বদ-ধারণা করে তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বসবে।’ অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন, **وَضُنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا** (এবং লোকে ভাবল যে, রাসূলদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে) (তাবারী ১৬/৩০৭)

অতএব একটি কিরা‘আত আছে তাশ্দীদের সঙ্গে এবং একটি কিরা‘আত আছে তাখ্ফীফের সঙ্গে (অর্থাৎ ১ অক্ষরের নীচে শুধু যের, উপরে তাশ্দীদ নয়)। তাশ্দীদবিহীন অবস্থায় যে তাফসীর ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে তাতে উপরে উল্লিখিত হয়েছে। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এই আয়াতটিকে এভাবেই পড়তেন **اَکْذِبُوا** পড়তেন। আর তিনি এটা এভাবে পাঠ করে বলেন : ‘কারণ এটাই যা তুমি অপছন্দ কর।’ এই রিওয়ায়াতটি ঐ রিওয়ায়াতের বিপরীত যা এই দুই মহান ব্যক্তি হতে অন্যরা রিওয়ায়াত করেছেন। তাতে রয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : ‘যখন রাসূলগণ তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকদের আনুগত্য হতে নিরাশ হয়ে যান এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে যে, নাবীরা তাদেরকে মিথ্যা কথা বলেছেন, তখনই আল্লাহর সাহায্য এসে পড়ে এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নাজাত দেন।’ এইরূপ তাফসীর অন্যদের থেকেও বর্ণিত আছে।

ইবরাহীম ইব্ন আবু হামযা আল জায়ারী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন কুরাইশী যুবক সাঈদ ইব্ন যুবাইরকে (রহঃ) বলেন : ‘হে আবু আবদুল্লাহ! **كُذِّبُوا** শব্দটিকে কিভাবে পড়তে হবে? এই শব্দটির কারণে হয়তো আমি এই আয়াতটির পাঠ ছেড়েই দিব।’ তখন তিনি যুবকটিকে বলেন : ‘তাহলে শোন! এর ভাবার্থ হচ্ছে : যখন নাবীগণ তাঁদের কাওমের আনুগত্য থেকে নিরাশ হয়ে যান এবং কাওম বুঝে নেয় যে, নাবীরা তাদেরকে মিথ্যা কথা বলেছেন (তখনই আল্লাহর সাহায্য এসে যায়)।’ এ কথা শুনে যাহহাক ইব্ন মুযাহিম (রহঃ) মন্তব্য করেন : ‘এরূপ উত্তর আমি কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মুখে ইতোপূর্বে শুনিনি। যদি আমি এখান হতে ইয়ামানে গিয়েও এরূপ উত্তর শুনতাম তাহলে ওটাকেও আমি আমার ভ্রমনের কণ্ঠকে কিছুই মনে করতামনা।’ মুসলিম ইব্ন ইয়াসারও (রহঃ) তাঁর এই জবাব

শুনে খুশি হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেন এবং তিনি বলেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা আপনার চিন্তা ও উদ্বেগ এমনভাবে দূর করে দিন যেমনভাবে আপনি আমাদের উদ্বেগ ও চিন্তা দূর করলেন।’ (তাবারী ১৬/৩০৩) আরও বহু মুফাস্সিরও এই ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন। কতক মুফাস্সির **ظَنُّوا** ক্রিয়াপদের কর্তা বলেছেন মু‘মিনদেরকে, আবার কেহ কেহ কাফিরদের কথা বলেছেন। অর্থাৎ কাফিরেরা অথবা কোন কোন মু‘মিন এই ধারণা করেছিলেন যে, রাসূলগণ সাহায্যের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তাতে তাঁরা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলগণ নিরাশ হয়ে যান অর্থাৎ তাঁদের কাওমের ঈমান হতে নিরাশ হয়ে যান এবং আল্লাহর সাহায্য আসতে বিলম্ব দেখে তাঁদের কাওম ধারণা করতে থাকে যে, তাদেরকে মিথ্যা ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। (তাবারী ১৬/৩০৪)

১১১। তাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা, ইহা এমন বাণী যা মিথ্যা প্রবন্ধ নয়, কিন্তু মু‘মিনদের জন্য এটা পূর্ব গ্রন্থে যা আছে উহার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রাহমাত।

۱۱۱. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ  
عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ مَا كَانَ  
حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن  
تَّصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ  
وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى  
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

### জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে শিক্ষা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ** নাবীগণের ঘটনাবলী, মুসলিমদের মুক্তি এবং কাফিরদের ধ্বংসের কাহিনীর মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্য বড়ই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। **مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ** কুরআনুল কারীম বানানো

কথার কিতাব নয়। ইহা অবশ্যই আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে। وَلَكِنْ

এটি تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সত্যতার দলীল।

ঐ সব গ্রন্থে আল্লাহ তা‘আলার যে সব সঠিক ও সত্য কথা রয়েছে সেগুলির স্বীকারোক্তি করে। আর যেগুলির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে সেগুলি অস্বীকার করে ও বাতিল বলে গন্য করে। ঐগুলির যে সব কথা বাকী রাখার যোগ্য সেগুলি বাকী রাখার এবং যেগুলি রহিত হয়ে গেছে সেগুলি রহিত হয়ে যাওয়ার বর্ণনা কুরআনুল কারীমে রয়েছে। পবিত্র কুরআন প্রত্যেক হালাল, হারাম, পছন্দনীয় এবং অপছন্দনীয় বিষয়ের স্পষ্ট ও খোলাখুলি বর্ণনা দিয়ে থাকে। আনুগত্য, অবশ্য করণীয়, মুস্তাহাব, মাকরুহ ইত্যাদির বর্ণনা দেয়। সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত খবর কুরআনুম মাজীদ প্রদান করে। ইহা মহা মহিমান্বিত আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করে এবং বান্দারা তাদের সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে যে ভুলত্রুটি করে থাকে তার সংশোধন করে। সৃষ্টজীব আল্লাহর কোন গুণ বা বিশেষণ তার সৃষ্টির মধ্যে আনয়ন করবে এর থেকে পবিত্র কুরআন বাধা দিয়ে থাকে।

وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ সুতরাং এই কুরআন মু‘মিনদের জন্য হিদায়াত ও রাহমাত। এর মাধ্যমে তাদের অন্তর বিভ্রান্তি থেকে হিদায়াত, মিথ্যা হতে সত্য এবং অকল্যাণ হতে কল্যাণের পথ পেয়ে থাকে। আর তারা বান্দার রবের কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করে। আমাদেরও প্রার্থনা এই যে, আল্লাহ তা‘আলা যেন আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে এই রূপ মু‘মিনদের সাথেই রাখেন এবং কিয়ামাতের দিন যখন কতকগুলি চেহারা উজ্জ্বল হবে, আর কতকগুলি চেহারা হবে কালিমাযুক্ত, তখন যেন আমাদেরকে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত করেন। আমীন!